চমক ভরা ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 November, 2020 ■ আগরতলা, ১ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৫ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

কেভাডিয়া, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। সন্ত্রাসবাদ ও হিংসা থেকে কারও উপকার হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক হতে হবে বিশ্বের সমস্ত দেশকে, যদিও ভারত সর্বদা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। শনিবার সকালে গুজরাটের কেভাডিয়ায় ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে, "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস"-এ এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনটি "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস" হিসেবে পালিত হয়। শনিবার সর্দার প্যাটেলের ১৪৫তম জন্মবার্ষিকীতে "স্ট্যাচু অফ ইউনিটি"-র পাদদেশ থেকে বক্তৃতা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক হতে হবে বিশ্বের সমস্ত দেশকে। সন্ত্রাসবাদ ও হিংসা থেকে কারও উপকার হবে না। ভারত সর্বদা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।"

কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে এই ভয়াবহ সংক্রমণ বিশ্বজুড়ে অতিমারির চেহারা নেবে। কিন্তু, ভারত ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে লড়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১৩০ কোটি ভারতীয় নাগরিক একসঙ্গে কোভিড-১৯ যোদ্ধাদের সম্মান জানিয়েছেন। এই সময়ে দেশ যেভাবে সম্মিলিত সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, উন্নয়নের নতুন পথে অগ্রসর হয়েছে কাশ্মীর।..উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক অথবা সেখানে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয় হোক, ঐক্যের নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করেছে দেশ।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ অফিসারদের কুচকাওয়াজ দেখে একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল, পুলওয়ামা হামলার দৃশ্য। সন্তানহারা হয়ে গোটা দেশ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কিছু মানুষ সেই শোকে শামিল ছিলেন না। পুলওয়ামা হামলা নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির রাস্তাই খুঁজছিলেন তাঁরা। সেই সময় তাঁরা শুধুমাত্র রাজনীতি করছিল। তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, দেশের স্বার্থে এই ধরনের রাজনীতি করবেন না।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুলওয়ামা হামলার সত্যতা পাক সংসদও মেনে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "গত কয়েক দিনে পড়শি দেশ থেকে যে খবর সামনে এসেছে, যে ভাবে দেশের সংসদে হামলার কথা মেনে নিয়েছে ওরা, যাঁরা এত দিন হামলার কথা অস্বীকার করছিলেন, এতে তাঁদের আসল চেহারা সামনে এসে গিয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে, পুলওয়ামা হামলা-পরবর্তী রাজনীতিই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।"

লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করেছিলেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষকে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গঠন করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেই দিশায় কাজ করছেন এবং ভারতকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ, আত্মনির্ভর, সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন।

শনিবার বিকেলে অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইনে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে স্বরাষ্ট্র দফতর মূল অনুষ্ঠানটি অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইনে আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে আগরতলায় পুলিশ মাঠে অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করেন পুলিশ কর্মীরা।

লক্ষ্মীপূজার দিনে স্ত্রীকে গলাটিপে খুন করল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিনে ঘরের লক্ষ্মীকে খুন করল পাষণ্ড স্বামী। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘ ৭ বছর পূর্বে স্থানীয় গ্যারেজ টিলা এলাকা থেকে টুম্পা দেবনাথ দাসকে বউ হিসেবে ঘরে তুলে সুকান্তনগরের বাসিন্দা মানিক দাস। এর পরবর্তী সময়ে প্রায় সময়ই বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকত।

স্বামী কিছুদিন আগে লকডাউনের মধ্যে কুয়েত থেকে বাড়ি ফিরে। আজ দুপুর তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন বাড়িতে কেউই ছিলেন না, এর পরবর্তী সময়ে স্ত্রী টুম্পাকে গলাটিপে হত্যা করে গুণধর স্বামীর মানিক দাস। এই ঘটনা নিজের মুখেই স্বীকার করেন মানিকের বাবা সুভাষ দাস। এরপর মানিকের বাবা সুভাষ দাস এবং এলাকাবাসী মিলে টুম্পাকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে, কিন্তু সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলছাত্রী অপহরণে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সরব জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। নাবালিকা স্কুলছাত্রী অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এলাকাবাসী। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গত শুক্রবার উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকার ননীগোপাল দের মেয়ে প্রাইভেট শিক্ষকের বাড়িতে যায়। রাস্তায় এক যুবক তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। পরবর্তী সময়ে জানা যায় ছেচড়ি মাইল এলাকার এরশাদ মিয়া নামে এক যুবক নাবালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। মিয়ার বাড়ি থেকে প্রচার করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যাপারে অপরেটার বাবা উদয়পুর মহিলা থানায় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।বিষয়টি চাইল্ড লাইন এবং চাইল্ড রাইট কমিশনকে জানানো হয়।শনিবার চাইল্ড রাইট কমিশনের চেয়ারপার্সন বিভাগ ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে উদয়পুর যান।গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের কাছে আহ্বান জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল ও বিদ্যুতের দাবীতে ফটিকরায়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের দাবিতে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর ফটিকরায় সড়কের হাওরের বাজার এলাকায় পথ অবরোধ করলেন ক্ষুব্ধ জনতা।অবরোধের ফলে শনিবার দীর্ঘক্ষণ অবরোধ স্থলের দুইপাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। এর ফলে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসনসহ সাধারন প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। আন্দোলনকারীরা জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা বিমানবন্দরে সোনার বিস্কুটসহ ধৃত এক

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। বিমানে আগরতলা থেকে কলকাতা পাচারের সময় ৫০৫.৭৫ গ্রাম ওজনের সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তি ধরা পড়েছেন। তাকে বিমান সংস্থার সিকিউরিটি ম্যানেজার কাস্টমস-এর হাতে তুলে দিয়েছেন।

এয়ার ইন্ডিয়া-র সিকিউরিটি ম্যানেজার সঞ্জিত দেববর্মা জানিয়েছেন, গতকাল ইন্ডিগোর বিমানে আগরতলায় এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের বাসিন্দা নিকেশ গুপ্তা। আজ শনিবার বিকালে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই-৭৪৬ দিয়ে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে আসেন তিনি। বিমানবন্দরে এসে তিনি লাগেজ এক্স-রে মেশিনে পরীক্ষা করেন। এর পরই তার প্যান্টের পকেট থেকে একটি প্যাকেট বের করে ব্যাগে ভরে নেন। সঞ্জিতবাবু বলেন, বিষয়টি নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা দেখে ফেলেন এবং আমাকে জানান। ফলে তার ব্যাগ পুনরায় এক্স-রে মেশিনে স্ক্যান করতেই ধরা পরে যান নিকেশ।

সিকিউরিটি ম্যানেজারের বক্তব্য, ৫০৫.৭৫ গ্রাম ওজনের আটটি সোনার বিস্কুট নিকেশ গুপ্তার ব্যাগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার জোলাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ অক্টোবর।। সাঁচীরামবাড়ী নবম বাহীনি টি এস আর ক্যাম্পে সকালবেলা উদ্ধার হয় এক টি এস আর জোয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় জোলাইবাড়ীর সাঁচীরামবাড়ী নবম বাহীনির টি এস আর ক্যাম্পে কর্তব্যরত জোওয়ানের মৃত দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়াযায়। মৃত জোয়ানের নাম মনোজ মালাকার (৩৮)। তিনি বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর এলাকার বাসিন্দা।

উনার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর উনার পরিবারের লোকজন ছুটে যায় সাঁচীরামবাড়ী টি এস আর ক্যাম্পে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা চিকিৎসায় জিবি হাসপাতালে জয়ন্তী ওয়ার্ড চালু

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে সর্বসুবিধাযুক্ত জয়ন্তী ব্লক চালু করল ত্রিপুরা সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধানসচিব আজ শনিবার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ও জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। সাথে ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, জিবি হাসপাতাল সুপার ডা. দেবাশিস রায় সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্য অধিকারিকগণ।

জিবি হাসপাতাল সুপার ডা. দেবাশিস রায় জানিয়েছেন, বর্তমানে ত্রিতল বিশিষ্ট জয়ন্তী ব্লকে মোট শয্যাসংখ্যা রয়েছে ২২১টি। এর মধ্যে আইসিইউ-তে শয্যা সংখ্যা ৩৯, আইসিইউ তথা পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড তথা এনআইসিইউ / পিআইসিইউ-তে শয্যা সংখ্যা ২৪। এছাড়া, অ্যান্টিনেটাল ও পোস্টনেটাল শয্যা রয়েছে ৮টি। এদিকে, কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে সেন্ট্রাল লাইন অক্সিজেন সুবিধাযুক্ত শয্যা রয়েছে ৬৩টি। বাদবাকি ১৫৮ শয্যায়ও অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।

তিনি বলেন, জয়ন্তী ব্লকে ১৩টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। পাশাপাশি অক্সিজেন প্রদানে উন্নততর হাইফ্লো নাসাল অক্সিজেন ক্যানুলা রয়েছে ৩টি। ১১টি শয্যার সঙ্গে মাল্টি প্যারা মনিটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এছাড়া, প্রত্যেক রোগীর জন্য পালস অক্সিমিটার রয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় অক্সিজেন সিলিন্ডারও আছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এক্স-রে, সনোগ্রাফি, ল্যাবরেটরি সুবিধা রয়েছে। এখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের ঔষধপত্র ও পথ্যের ব্যবস্থা সরকারিভাবেই করা হবে। লেবার রুম, মর্গ ইত্যাদিও রয়েছে এই ব্লকে।

তাঁর দাবি, জয়ন্তী ব্লকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাইরে থেকে এসে তিনটি শিফটে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। ফলে তাঁদের সংক্রমণের ঝুঁকিও কমে যাবে। ত্রিপুরা সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়বে কোভিডের প্রকোপ ঃ জেলাশাসকের

দ্রব্যমূল্য ও করোনা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন নামবে ময়দানে

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। দুর্গোৎসবের সমাপ্তির পরই করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কাবাণী শুনালেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড় শৈলেশ কুমার যাদব। সাথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি চালানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বাজার কমিটির প্রতিনিধি, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, জেলা ও মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, পাইকারি বাজারের খুচরো বিক্রিতে

দ্রব্যমূল্যের প্রচুর ফারাক নজরে এসেছে। সেক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগী হতে হবে। তাঁর বক্তব্য, আগামীকাল থেকে বাজার এবং বিভিন্ন খুচরো দোকানে প্রশাসনের যৌথ দল নজরদারি চালাবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সাথে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার বিষয়েও নজরদারি চালানো হবে।

তাঁর দাবি, আগামীদিনে করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, আক্রান্তের শতকরা হার সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ই করোনা আক্রান্তের শতকরা হার ছিল ২৬-৩০ শতাংশ। দুর্গোৎসবের পূর্বে সেই হার কমে দাঁড়িয়েছিল ৩-৫ শতাংশে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত ফের করোনা আক্রান্তের শতকরা হারে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁর কথায়, গতকাল পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তের শতকরা হার বেড়ে ১০ শতাংশ হয়েছে। আগামী দিনে ওই হার আরও বাড়বে বলেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই নাবালিকার সাথে ফস্টিনস্টি গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। লক্ষ্মী পূজার গভীর রাতে দুই নাবালিকাকে নিয়ে ফস্টি-নস্টি করার সময় এক যুবককে আটক করে গণধোলাই দিয়েছে এলাকার যুবকরা। অভিযুক্ত যুবকের নাম শুভংকর দাস। সে পেশায় একজন চালক। জানা গেছে দুই যুবক এবং দুই নাবালিকাকে স্থানীয় যুবকরা ঘোরাফেরা করছে দেখেন। গভীর রাতে তাদেরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় যুবকদের মনে সন্দেহ হয়।তখন তাদেরকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। লক্ষ্মী পুজোর দিনে সাতসকালে নিজ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক যুবকের। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের মনুরমুখ রামনগর এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বলরাম দেবনাথ, বয়স ৩৮। বলরামের বড় ভাই অর্জুন দেবনাথ জানায় সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনের মতো নীজ পুকুরে স্নান করতে যায় বলরাম, স্নান করে ঠাকুর পূজা দেয়। কিন্তু স্নান করতে যাওয়ার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিলাছড়িতে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। শিলা ছড়ি এলাকায় দু"দিনের ব্যবধানে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শিলা ছরির আইলমারা এলাকায় পচেন্দর ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি পেশায় লাকড়ি বিক্রেতা।কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে।অপরদিকে রতন মনি পাড়ায় শান্তি মানিক ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে প্রতিকার দাবি বিরোধী উপনেতার

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি চরম অনাস্থা প্রকাশ করে পরিষেবা উন্নত করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, করোনা আক্রান্ত হয়েও হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার সাহস হয়নি। তাই বাড়িতেই চিকিৎসা নিতে বাধ্য হয়েছি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পত্র মারফত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সবিস্তারে জানিয়েছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কিংবা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও বিরোধী উপনেতার চিঠিতে স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে বিরোধীরা আশ্বস্ত হননি।

বাদলবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে দাবি করেছেন, ত্রিপুরার জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাও অভূতপূর্ব অপ্রত্যাশিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী হিসাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। তিনি জানান, অতি সম্প্রতি পরীক্ষায় তাঁর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছিল। কিন্তু রাজ্যের প্রধান হাসপাতালের ভেঙে পড়া পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হাসপাতালে যাওয়ার পরিবর্তে নিজের বাড়িতে নিভৃতে থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যের অধিকাংশ কোভিড আক্রান্ত রোগী নিজেদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষভাবে জটিল শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত সমস্যাজনিত রোগীরা হাসপাতালে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, কোভিড আক্রান্ত ছাড়াও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্তরা প্রতিনিয়ত এই মর্মে অভিযোগ করছেন যে তাঁদের চিকিৎসায় যথাযথ গুরুত্ব ও নজর দেওয়া হচ্ছে না। পরিণতিতে ওই অংশের রোগীরাও অসহায় বোধ করছেন।

বিরোধী উপনেতার কথায়, আসন্ন শীত মরশুমে কোভিড আক্রমণ কোন স্তরে যাবে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে উদ্বেগ প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাল্মীকি ও সর্দার বল্লবভাইয়ের জন্মজয়ন্তী পালন বিজেপির কংগ্রেস স্মরণ করল ইন্দিরা গান্ধীকে, সাথে প্যাটেলকেও

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)।। মহর্ষি বাল্মীকি এবং লৌহমানব সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁদের। খারাপ আবহাওয়া এবং ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য একতার জন্য দৌড় কর্মসূচি প্রদেশ কার্যালয় থেকে পালন করা সম্ভব হয়নি।

বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডা. সাহা বলেন, রামায়ণ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। তেমনি, সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের দেশকে একত্রিত করার প্রয়াসকেও আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর কথায়, দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের ৫৬০টি রাজন্য শাসিত রাজ্যকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর জন্যই দেশে বৈচিত্রের মধ্যে একটা স্বার্থক হয়েছে। তাই, আজ তাঁর জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রদেশ সভাপতি জানান, ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য আজ প্রদেশ কার্যালয় থেকে একতার জন্য দৌড় কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তবে আমরা সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের দেখানো পথেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

এদিকে, লৌহমানব সর্দার বল্লবভাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাল্মিকি ও সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী বিজেপি পার্টি অফিসে (বাঁয়ে)। কংগ্রেস ভবনে ইন্দিরী গান্ধী ও বল্লবভাই প্যালেটকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে (ডানে)। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৬ ▫ ১ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৫ কার্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ইন্টারনেট ব্যবস্থা

বর্তমান আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ব্যবস্থা খুবই জরুরী। একখানি মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে গোটা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা খুবই সহজ। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রত্যেকে ই ইহার উপর নির্ভরশীল। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সমাজ যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হইয়াছে, ঠিক তেমনি সমাজকে অধঃপতনের দিকে তনিয়া নামাইতেছে।বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি একদিকে যেমন মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ ,অন্যদিকে অভিশাপ স্বরূপ। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণেই সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।সমাজমাধ্যম আশীর্বাদ, না অভিশাপ? প্রযুক্তির

হাত ধরিয়া সমাজমাধ্যমে বাড়িতেছে যৌন হেনস্থা ও অপরাধ। মতে না মিলিলে বা বিরুদ্ধস্বর মনে হইলে অপমান, কটূক্তি এমনকি ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি ছিলই। নিজের কাছে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়াইয়া প্রতিশোধ লইতেছে প্রাক্তন প্রেমিক। সাইবার অপরাধের ভাষায় ইহা 'রিভেঞ্জ পর্ন'। ফেসবুক সংস্থার নিকট প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ এহেন দুষ্কৃতির অভিযোগ জমা পড়ে, তথ্য বলিতেছে। যাঁহারা ইহার শিকার হন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিণতি অনুমান করিতেও আতঙ্ক হইতে পারে। কুপ্রস্তাব বা অর্থ দাবি হেতু সম্মানহানি; কর্মক্ষেত্রে অপযশ, বিচ্ছেদ মানসিক অশান্তির অন্ত থাকে না। চরম অবসাদ আত্মহননের দিকে লইয়া গিয়াছে, তেমন ঘটনাও বিরল নহে।

কেহ বলিতে পারেন, অপরাধ যখন, অপরাধীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলেই হয়! কিন্তু অভিযুক্তকে কাঠগড়ায় তুলিয়া দণ্ডবিধানেই সমস্যার পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভব নহে। কারণ, সমাজমাধ্যম তথা আন্তর্জালে একবার আসিয়া পড়িলে ছবি বা ভিডিয়ো অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। যাহার থাকা উচিত ছিল ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারবৃত্তে, আন্তর্জালে আসিয়া পড়িলে তাহাই বহু মানুষের শরীরী উত্তেজনার ইন্ধন হইয়া উঠে। সমাজমাধ্যমের চরিত্রই এমন, উত্তেজক ছবি ও ভিডিয়ো মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়ে, গণহারে ডাউনলোড ও বিতরিত হইয়া সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে লইয়া যায়। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির নিকট অভিযোগ করিয়াও কাজ হয় না। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা, সমাজমাধ্যমে ঘটিয়া চলা অপরাধগুলির নজরদারিতে ও আইনি পদক্ষেপে তাহাদের নিজস্ব 'এজেন্সি' বা 'পোর্টাল' রহিয়াছে। অভিযুক্তের হদিশ পাইতে পুলিশ অনেক সময় তাহাদের সাহায্য চায় বা আপত্তিকর ছবি-ভিডিয়ো মুছিয়া দিতে বলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, উপযুক্ত সহযোগিতা মেলে না, অভিযোগ ঠান্ডা ঘরে পড়িয়া থাকে। সাইবার-আইনবেত্তাদের মতে, অধিকাংশ সমাজমাধ্যম সংস্থারই আইনি সহযোগিতা কাঠামোটি যথেষ্ট পোক্ত নহে। সমাজমাধ্যমে গ্রাহক ও প্রেরকের বার্তা বিনিময়ের প্রক্রিয়া 'এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন' হইলে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সেই বার্তা হাতে পাওয়া মুশকিল হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে কী করণীয়? আগাইয়া আসিতে হইবে রাষ্ট্রকেই। সাইবার-অপরাধের বিচারে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লঘু-গুরু যাবতীয় অপরাধের প্রতিকারে এইগুলিই ভরসা। কিন্তু সমাজমাধ্যমে অন্তরঙ্গ ছবি-ভিডিয়ো ছড়াইয়া দিবার ন্যায় কুকর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়া, গুরুতর যৌন অপরাধ বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্বকে মান্যতা দিলে অপরাধীর বিচারও কঠোর হইবে। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকেও তাহাদের দায়বদ্ধতার কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমাজমাধ্যম-ব্যবহারকারীর সংখ্যায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির কাছে যথাযথ ও সুষ্ঠু আইনি সহায়তা এই দেশের প্রাপ্য। গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন দেশ কড়া আইন করিয়াছে, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনে বিপুল জরিমানা করিয়াছে, পদস্থ কর্তাকে জেলে পাঠাইতেও ছাড়ে নাই। ভারতও এই পন্থা বিবেচনা করুক। সমাজ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া যাইবে।

সমাজ ব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যতায় সমাজব্যবস্থা সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যমের কল্যাণে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে।

দু'বেলা অল্প ট্রেন চালানোর পথ খুঁজতে রেলকে বৈঠকের চিঠি দিল রাজ্য

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি স)। করোনার জন্য একরকম থমকেই গিয়েছিল জনজীবন। এখন আস্তে আস্তে প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক হচ্ছে সব কিছুই। তবে এখনও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। দূরপাল্লার ট্রেন চালু হলেও এখন লোকাল ট্রেন পরিষেবা থমকেই রয়েছে। যার জেরে প্রতিদিন সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এর প্রতিবাদে এবং লোকাল ট্রেনের দাবিতে প্রায়ই বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। শনিবার যাদবপুর, বেলেঘাটায় বিজেপি-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

কেবল বিক্ষোভ নয়, শনিবার বিজেপি-র দুই সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো টুইট করে পশ্চিমবঙ্গে ট্রেন না চলার জন্য তৃণমূল সরকারকে দায়ী করে টুইট করেন। এই অবস্থায় চাপের মুখে পড়ে শনিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী চিঠি দিলেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে।

পূর্ব রেলের জিএম সুনীত শর্মাকে উদ্দেশ করা চিঠিতে স্বাস্থ্যসচিব লিখেছেন, সুরক্ষাবিধি মেনে সব রকম গণপরিবহণ চালাতে আগ্রহী। তারা মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ট্রেন চালাতে সাহায্য করছেন। সেভাবে সকালে এবং সন্ধ্যায় কিছু ট্রেন চালানো যায় কিনা আমরা তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করতে পারি। তবে, দূরত্ববিধি বা সুরক্ষা মানার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিজেপি-র বিক্ষোভকারীরা এ দিন অভিযোগ করেন, ট্রেন না চলায় সাধারণ মানুষকে বাসে করে যেতে হচ্ছে কর্মস্থলে। বাসের ভাড়া বেশি হওয়া অনেক মানুষকেই সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এছাড়াও সমস্যায় পড়েছেন ট্রেনের হকার থেকে শুরু করে স্টেশনের ব্যবসাদাররা। ট্রেন বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তারা। আর সেই কারণেই অর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে এখন তাদের। আর সেই কারণেই বারবার সাধারণ মানুষকে ট্রেনের দাবিতে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। পরে রেল পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, করোনার আগে প্রতিদিন এক বিপুল সংখ্যক মানুষ লোকাল ট্রেনেই যাতায়াত করতেন। করোনা পরিস্থিতির ফলে লোকাল ট্রেন পরিষেবা একেবারেই বন্ধ এখন। তবে প্রতিদিনই কাজে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের আর তাতেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সকলকেই। এছাড়াও ট্রেন না চলায় সমস্যায় পড়েছেন হকার থেকে শুরু করে স্টেশনের ব্যবসাদাররাও।

স্পেশ্যাল ট্রেনে ওঠার দাবিতে শহরতলির বিভিন্ন স্টেশনে প্রায় রোজই বিক্ষোভ চলছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মেট্রোর মতো লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করার দাবি তুলছে বামেরা। ইতিমধ্যেই হাওড়া ও শিয়ালদহের ডিআরএম-এর কাছে এই মর্মে দাবি জমা পড়েছে। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী ১৩ অক্টোবর বলেন, "সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস খুলে গিয়েছে। গ্রামের মানুষকে অনেক বেশি টাকা খরচ করে নিজেদের কাজে যেতে হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মূল যাতায়াত তো ট্রেন পরিষেবার মাধ্যমে। স্বাস্থ্যবিধি মান্য করেই অবিলম্বে সংখ্যায় বেশি লোকাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা হোক।"

লোকাল ট্রেন চালানোর দাবিতে ১৯ অক্টোবর দুপুরে নদিয়ার বেথুয়াডহরি স্টেশনে প্রতীকী অবরোধ করে ব্লক জাতীয় কংগ্রেস।

বই দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়

সুখেন্দু হীরা

ছাত্রজীবনে দেখতাম উপনয়নে বন্ধুরা গল্পের বই উপহার পেত। তার মধ্যে শরৎ রচনাসমগ্র বা বঙ্কিম রচনাবলীও থাকত। এসব দেখে আমার ভীষণ লোভ হত। আর ভাবতাম, ইস আমি যদি ব্রাহ্মণ হতাম তাহলে কী ভালোই না হত। আর গল্পের বই পাওয়া যেত স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান দখল করলে। তাই ছেলেবেলায় ধারণা ছিল গল্পের বই শুধু উপহার হিসেবে পাওয়া যায়। স্থানীয় যে বইয়ের দোকান ছিল তা ছিল মূলত পাঠ্যবইয়ে ঠাসা। দু- চারটি গল্পের বই থাকত। বিয়ে বা উপনয়ন বাঁধলে সেগুলোর খোঁজ পড়ত। আমাদের ছোটবেলায় বইয়ের জগৎ ছিল লাইব্রেরি। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলা যায়, জ্ঞানসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল এখানে বাঁধা আছে। এখানে বই দেখা যেত, ছোঁয়া যেত, কিন্তু পড়ার জন্য একটির বেশি বই পাওয়া যেত, ছোঁয়া যেত, কিন্তু পড়ার জন্য একটির বেশি বই পাওয়া যেত না। তখন কলেজ স্ট্রিট সম্পর্কে সম্যাক ধারণা ছিল না। খবরের কাগজে পড়ে বইমেলা ও গ্রন্থমেলা সম্পর্কে জেনেছিলাম। এখন সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থমেলার আয়োজন হত। আর গিল্ডের ব্যবস্থাপনায় বইমেলা অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। সরকার পরে গ্রন্থমেলা বন্ধ করে দেয়। বইয়ের মেলায় বই দেখার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরলাম নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা আকুলিতে সাড়া দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে বইমেলায় আসেন। তখন আমার ক্লাস নাইন। তখন রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মাঠে বইমেলা বসত। সেই শুরু তারপর থেকে প্রতি বইমেলায় গেছি। মাঝে তিন বছর বাদ গেছে। চাকরিসূত্রে কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য। মাধ্যমিকের পর স্বঘোষিত সাবালক হয়ে বাবার হাত ছেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে, কখনও সঙ্গীর অভাবে একা বইমেলা এসেছি। একা একা বইমেলায় ঘোরার আলাদা মজা। নিজের মতো করে ঘোরা যায়। বই দেখা যায়। সঙ্গে কেউ একজন থাকলেও ভালো। কিছু চোখ এড়িয়ে গেলে নজরে এনে দেয়। মনের ভাব বিনিময় করা যায়। কেনার সিদ্ধান্ত নেবার আগে আলোচনা করা যায়। দলবদ্ধভাবে গেলেও অনেক মজা। তুই কী কিনলি, তুই কী কিনলি দেখি? একে অন্যের থলে বয়ে হৈ হৈ করে কাটানো যায়। অর্থাৎ বইমেলা গেলেই আনন্দ। প্রথম বইমেলা দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল তা হল এ তো হাজার হাজার লাইব্রেরি। এত বই একসাথে। নেড়েচেড়ে দেখ। বই খুলে অন্যের আগোচরে বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে নাও। সুচিপত্র যাচাই কর। দু'লাইন চোখ বুলিয়ে নাও। বই ছুঁয়ে দেখার আনন্দই আলাদা। আমার বই পড়ার থেকে বই দেখলে, বই ঘাঁটতে বেশি ভালো লাগে। পছন্দমতো বই পারলে কিনে নাও। এত আনন্দ আগে কখনও পাইনি। সেই আনন্দ

এখনও প্রবহমান। মাঝে ও তিনবছর কলকাতা বইমেলা আসতে পারিনি বটে, কিন্তু যে জেলায় ছিলাম, সেখানকার জেলা বইমেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। শুধু জেলা বইমেলা নয়, স্থানীয় বইমেলাও দেখতে ছুটে গেছি। এমনকী ছাত্রজীবনে আমাদের বাড়ির কাছে পানিহাটি বইমেলাতেও যেতাম। জেল াতথা স্থানীয় বইমেলায় গেলে স্থানীয় সাংস্কৃতি ও সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। স্থানীয় লেখকরা লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে তাঁদের ফসল মেলে ধরনে। আঘ্রান নেওয়া যায় মাটির গন্ধের জানা যায় জেলা সম্পর্কে, চেনা যায় মানুষজন।

কলকাতা বইমেলায় প্রাপ্তিযোগ প্রচুর। যেমন বিনা পয়সায় বাইবেল, কোরাণ পাওয়া যায়। আগে ইসকন থেকে গীতাও দিত, ইদানীং দেখছি না। কলকাতাতেই গ্রাহক হয়েছিলাম আজকের জার্মানির। অবশ্যই বিনামূল্যে। তখন পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি এক হয়ে আজকের জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি এক হয়ে আজকের জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি এক হয়ে আজকের জার্মানির। অবশ্যই বিনামূল্যে। তখন পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি এক হয়ে আজকের জার্মানি। সম্মিলিত জার্মানি নতুন উন্মাদনা। কী সুন্দর পত্রিকা। ত্রৈমাসকি পত্রিকা চিল। বাড়িতে ডাকে পৌঁছে যেত। হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। সোভিয়েত দেশের স্টলে রাদুগা প্রকাশনীর রূপকথা ও মহাকাশ অভিযানের সুদৃশ্য বই পাওয়া যেত। একবার প্রাপতি হল আনন্দবাজার পত্রিকার সাতদিনের সংবাদপত্রে মিনিয়েচার সংস্কার। দু'হাজার তিনের বইমেলায় 'দেশ' পত্রিকার সত্তরতম বর্ষে দেশও আমি নামে একটি মিনি বই। প্রতিদিন-এর স্টল থেকে মিলত নাখোশ। অর্থাৎ টিস্যু পেপারে তৈরি নাক ঢেকে রাখার মাস্ক। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি প্রথম বইমেলাতে দেখি। তখন বিনামূল্যে বিভিন্ন সাইডের ছবি বিতরণ করা হত। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার দেওয়াল ক্যালেন্ডার, পকেট ক্যালেন্ডার তো ছিলই। ইদানীং এগুলোর চল কমেছে। হয়ত অত্যধিক ভিড়ের দাবি সামাল দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে। তাছাড়া এই বই পার্বেনের সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বই নিয়ে যে আলোচনামূলক রচনা বেরোয় তা থেকে বিবিধি পুস্তক বিষয়ে জানা যায় এবং বই নিয়ে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে।

কলকাতা বইমেলা নিয়ে অন্যতম আলোচ্য বিষয় বইমেলার পরিবর্তন। অর্থাৎ আগের বইমেলার থেকে এখনকার বইমেলার পার্থক্য। আমার চোখে পড়ে পার্থক্য ভিড়। এখন বইমেলায় খুব ভিড় হয়। প্রথমদিকে কোনও স্টলে লাইন দিয়ে ঢুকতে হত না। কয়েকবছর বাদে বড় বড় পাবলিশার্সের স্টলে লাইন বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। খাবারের দোকান নিয়ে অনেকে আপত্তি করেন। তখনও খাবারের দোকান ছিল। এখন হয়ত বেশি। আমা বইমেলা গেলেই বেনাফিসের চপ খেতাম। বছরের একবারই খেতাম। মেলার স্থান পরিবর্তন পাঁচ জায়গায় দেখেছি। রবীন্দ্রসদনের সামনের ময়দান , পার্কস্ট্রিট ক্রশিংয়ের কাছে ময়দান, সল্টলেক স্টেডিয়াম। মিলনমেলা আর এখন বিধাননগর মেলা প্রাঙ্গাণ। সব জায়গাতেই প্রধান শত্রু ধুলো। মিলনমেলাতে ধুলোর পরিমাণ কম ছিল। মাঝে একবার ময়দানে ধুলো বিনাশ করেছিল বিশেষ প্রক্রিয়াতে। অন্যবার কেন সেটা হয়নি বা কেন হয় না জানি না। বিধাননগর মেলায় পথে ধুলো কম, স্টলের ভেতরে দুলো বেশি। জানিনা সেটা কার্পেটের জন্য কিনা। যেহেতু পথ বাঁধানো তাতে ধুলো কম। স্টলের কার্পেটে ধুলো তাড়ানোর জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা যেতে পারেস। সবাই বলে বইমেলায় এত ভিড় তবে পাঠক কেন কমে যাচ্ছে। আপনারা যদি কলেজ স্ট্রিট যান দেখবেন প্রতিদিন। কী পরিমাণে বই বিক্রি হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে পুস্তক বিক্রেতারা বা সাধারণ পাঠক যেভাবে ভিড় করে কলেজ স্ট্রিটে, তখন মনে হয় না পাঠক কমে গেছে। সার্বিকভাবে সাধারণ পাঠক কমে গেছে। না হলে স্থানীয় লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে যেত না। জেলা বা টাউন লাইব্রেরিতে এখন পাঠক ধরে রাখতে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই রাখতে হয়। অবশ্য এই বই রাখা দোষের কিছু নয়। আমি এরকম বন্ধ হয়ে যাওয়া লাইব্রেরির কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। ওনাদের কথায় লাইব্রেরির প্রধান পাঠক ছিল বাড়ির মা মাসি বোনেরা। গৃহকর্ম থেকে যে অবসর সময় পেতেন সেই সময় ওনারা গল্পের বই পড়তেন। এখন সেই সময়টা দখল করে নিয়েছে টিভি সিরিয়াল। কিন্তু পুস্তক বিক্রেতা বা পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার ব্যক্তব্য সিরিয়াস পাঠক বরাবর ছিল, এখনও আছে। কারা বরাবর বই কিনে পড়েন। সেই অনুপাতে পাঠক বাড়ল না কেন? এটা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

পাঠক সংখ্যা বাড়ছে না, অথচ দিকে দিকে বইমেলা হচ্ছে। ভই পড়ছি না, কিন্তু বইমেলায় যাচ্ছি। এই বৈপরীতা অনেকের কাছে এক প্রকার গণভণ্ডামি মনে হতে পারে। কিন্তু বইমেলার প্রয়োজন আছে। যেভাবে জাপানে একটি মেয়ের স্কুলে যাবার জন্য ট্রেন চালানো হত। যেমন একজন ভোটারের জন্য গুরজাতে একটি বুথ আছে। প্রকৃত পাঠকের জন্য বইমেলার সত্যি প্রয়োজন আছে। খবরের কাগজে পড়ি কলেজ স্ট্রিটের বহু প্রকাশনা সংস্থা তাদের বছরকার রুটিরুজির ব্যবস্থা বইমেলাতে করে দেন। নামি প্রকাশনা সংস্থা ও ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থা উভয়েরই বক্তব্য বইমেলা তাদের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জায়গা। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে তাদের প্রোডাক্ট তুলে ধরতে পারে। অনেকে ভইমেলা গিয়ে সমস্ত স্টল ঘুরে ক্যাটালগ সংগ্রহ করে আনেন। তারপর প্রয়োজনমতো কলেজ স্ট্রিট থেকে বই কিনে নেন। এটাই বা কম কীসের। বিভিন্ন প্রকাশনার বই দেখে তুল্যমূল্য বিচার করে কোনও বিশেষ বিষয়ের বই পছন্দ করা যেতে পারে। এ সুযোগ তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অনেকে অনুযোগ করেন কিছু লোক বইমেলায় আসে ফুডকোর্ট থেকে খাবার খেয়ে, বইয়ের স্টলের সামনে সেলফি তুলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য। খাওয়ার ব্যাপারে আমরা স্মরণ করতে পারি গৌতম বুদ্ধের কথা খালি পেটে জ্ঞানচর্চা হয় না। বইয়ে স্টলের সামনে সেলফি তুলে স্যাটাস দিলে ক্ষতি কী? মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবতার দর্শন তো হল, পূজা নাইবা করল। আমার তো বই দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়, বই পড়ার আগেই। তাই বইমেলায় সহস্র পুস্তক প্রকাশিত হোক, মনেপ্রাণে এই শুধু চাওয়া।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বল্লভগড় থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইসলামিক জিহাদিরা

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি. স.): যুবক-যুবতীর মধ্যে ভালোবাসা অথবা একতরফা ভালোবাসা অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার। অনেক সময় উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা থাকা সত্বেও বিয়ে হয় না। নেপথ্যে অনেক কারণ থাকতেই পারে, এ সব বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু, কোনও তরুণীকে একতরফা ভালোবেসে এবং তাঁকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরকরণকে কীভাবে দেখবেন? সে নিশ্চয়ই মানসিভাবে বিকৃত। জেহাদি অথবা কট্টরপন্থী মানসিকতাও বলা যেতে পারে। এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার মানুষ কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কিছু দিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলার বল্লভগড়। রাজধানী দিল্লি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে বি কম-এর ২১ বছর বয়সী ছাত্রী নিকিতা তোমারকে বিকৃত মানসিকতার একজন যুবক তার বন্ধুর সহায়তায় প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে। নিকিতার সঙ্গে একতরফা প্রেম ছিল তৌসিফ নামে ওই বিকৃত যুবকের, নিকিতাকে ধর্ম পরিবর্তন করে তার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য জোর করছিল তৌসিফ, কিন্তু নিকিতা তা অস্বীকার করায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে তৌসিফ।পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত এবং নিকিতার মায়ের বয়ান থেকে এটা স্পষ্ট, তৌসিফ এবং তার মা লাগাতার নিকিতার উপর জোর খাটাতো, যাতে নিকিতা ধর্ম পরিবর্তন করে তৌসিফের সঙ্গে বিয়ে করে। এসব না মানার জন্যই গুলি করে খুন করা হয়েছে নিকিতাকে। এর আগে নিকিতাকে অপহরণও করা হয়েছিল।

তৌসিফের মতো মানুষকেই বানানো হচ্ছে জিহাদি

অবাক লাগছে এই কারণে, এত বড় ভয়াবহ ঘটনার পরেও সেই সমস্ত মানুষ এখনও চুপ করে রয়েছে, যাঁরা উত্তর প্রদেশের হাথরাসে দলিত মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে রাস্তায় নেমেছিলেন। কী কারণে তাঁরা নীরব সেটা কী একটু জানাবে? তাঁরা কী এটাও জানাবে, তৌসিফদের মতো যুবকদের জিহাদি হওয়ার জন্য কাঁরা উস্কানি দিচ্ছে? যেই সময় পড়াশোনা করা উচিত, সেই সময় একজন তরুণীর ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা করছে তৌসিফ। অভিযুক্ত তৌসিফের সঙ্গে হরিয়ানার একটি সম্ভ্রান্ত কংগ্রেস পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। তার দাদু কবির আহমেদ বিধায়ক ছিলেন। তার কাকু খুরশিদ আহমেদ হরিয়ানার প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন। নুহের কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব আহমেদ তার কাকাতো ভাই। হাথরাসের ঘটনা নিয়ে যেই রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁরা নিজেদের দলের বিধায়কের ভাইপোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কী দাবি জানাবেন, নিকিতার বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কী সান্তনা দেবেন? এমনটা হবে বলে মনে তো হয় না। বল্লভগড়ের ঘটনার পর তিনদিন হয়ে গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত গান্ধী পরিবারের কারও কোনও প্রতিক্রিয়া ওপাওয়া যায়নি। তৌসিফ ও তার বন্ধু রেহানকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে হরিয়ানা পুলিশ। কিন্তু, নিরপরাধ একটি মেয়ের তো জীবন চলে গেল। নির্ভয়া, হাথরাস ও বল্লভগড়ের ঘটনা অত্যন্ত বর্বর। তৌসিফের মতো অপরাধী কীভাবে এবং কেন তৈরি হয়, তা অবশ্যই বিচার করতে হবে।

জিহাদি মানসিকতা কাটিয়ে উঠুন

এই বিষয়টি মনে রাখুন, বল্লভগড়ের ঘটনা শুধুমাত্র একতরফা প্রেম পর্যন্ত সীমিত ছিল না। জিহাদি মানসিকতাও নেপথ্যে কারণ, যা গোটা বিশ্বে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। একটি দেখুন ইউরোপের যে সমস্ত দেশগুলি বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, বিনিময়ে তাঁরা কী পেয়েছেন? রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সর্বোচ্চ আশ্রয় দিয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় ১ লক্ষ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে জার্মানি। শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে ফ্রান্সও। কিন্তু, মুসলিম দেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়নি। কিছু সময় আগে সুইডেনে যা হয়েছিল তা গোটা বিশ্ব দেখেছে। প্রায় এক দশক আগে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডি, ডেনমার্কের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে ইসলামের উপস্থিতি খুব কম ছিল, কিন্তু সিরিয়ান আরব শরণার্থীদের উদার মনে স্বাগত জানানোয়, বর্তমানে জিহাদিরা হাঙ্গামা করছে। নিজেদের জীবনযাপন ছাড়া অন্য কোনও কিছুতে মাথা ঘামান না সুইডেনের জনগণ। কিন্তু, গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সেখানে ব্যাপক ঝামেলা হয়। শরণার্থী মুসলিমদের ভিড় রাস্তায় নেমে পড়ে। অর্থাৎ বল্লভগড় থেকে সুইডেন পর্যন্ত কট্টর জিহাদি মানিসকতা বিশেষভাবে নজরে আসছে। গোটা বিশ্ব উত্তাল করে তুলছে তারা। এই মানসিকতায় গণতান্ত্রিকভাবে বিতর্কের কোনও স্থান নেই। আপনি কথা বললেই মেরে ফেলা হবে। ধর্মের নাম হত্যাকে স্বাভাবিক বলেই বিবেচনা করা হয়। নিকিতার সঙ্গে এটাই তো হয়েছে। নিকিতা যেহেতু বিকৃত মানসিকতার ওই যুবককে বিয়ে করতে আপত্তি জানিয়েছে, তাই প্রথমে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে, সে বাধা দেওয়া মাত্রই গুলি করে হত্যা করেছে।

এটা কিন্তু ভুলবেন না আপাদের দেশে, বেঙ্গালুরুতেও কয়েক মাস আগে এরাই অগ্নিসংযোগ করেছিল। নেপথ্যে কারণ ছিল, বেঙ্গালুরুর কংগ্রেসের একজন বিধায়কের আত্মীয় হজরত মহম্মদ সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় পরিকল্পনামাফিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু, প্রশ্ন হল, বিরোধিতার জন্য কী হিংসার পথ অবলম্বন করতে হবে? মুসলিম সমাজের জিহাদি তত্ব আইন কেন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে? বল্লভগড়, বেঙ্গালুরু, ইউরোপ-সর্বত্রই এমনটা দেখা যাচ্ছে। এমনটা করে জিহাদিরা ইসলামকেই বদনাম করছে। শান্তিতে তারা থাকতেই পারে না।

এই জিহাদিরাই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে শিয়া ও আহমদিদের হত্যা করে চলেছে। মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করছে। বোঝা মুশকিল এরা চাইছে কী? এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের সামনে রয়েছে করোনা এবং ইসলামিক কট্টরপন্থী-এই দু"টি চ্যালেঞ্জ। করোনার তো ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে, কিন্তু তৌসিফের মতো জিহাদিদের কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব? এই বিষয়ে অবিলম্বে চিন্তাভাবনা করা উচিত। নাহলে অনেক বড় ক্ষতি হবে। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকায় ইসলামী দলের বিক্ষোভ ফরাসি দূতাবাস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। ফ্রান্সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে গণমিছিল, বিভে ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন ইসলামী দল।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে জুমার নামাজের আগেই দেখা যায় মানুষের ঢল। নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার', 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান', 'দুনিয়ার মুসলিম এক হও লড়াই করো'সহ বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল হয় এলাকা।এসময় বিভেকারীদের হাতে 'বয়কট ফ্রান্স', 'স্টপ প্রভোকেশন অব রিলিজিওন' ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ডও দেখা যায়।শুধু বায়তুল মোকাররম এলাকা নয়, রাজধানীর অন্যান্য এলাকাতেও জুমার পর বিভে অনুষ্ঠিত হয়।

জুমার পর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে ২ নভেম্বর (সোমবার) ঢাকায় ফ্রান্সের দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন হেফাজত নেতা আল্লামা নূর হোসেন কাশেমী। সমাবেশে খেলাফত মজলিসের নেতা আল্লামা মামুনুল হক বলেন, আজ শুধু বায়তুল মোকাররম চত্বরে নয়, সারাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ল-কোটি তৌহিদী জনতা জুমার পরে রাজপথে অবস্থান করছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা পৃথিবীর মুসলিমরা মুষ্টিবদ্ধ হাতে স্লোগানে উত্তাল করেছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস।সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করুন। ফ্রান্সের সকল পণ্য বাংলাদেশে আমদানি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে স্পষ্ট পয়গাম পৌঁছে দিন। ফ্রান্স দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দিন। এর আগে, সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসকাবের সামনে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। খেলাফত মজলিসও দেশব্যাপী বিভে কর্মসূচি পালন করে।মত-প্রকাশের স্বাধীনতার শিা দিতে গত ১৬ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি স্কুলের শিক শ্রেণিকে মহানবী (সা.) এর বিতর্কিত কার্টুন দেখিয়ে চেচেন বংশোদ্ভূত এক কিশোরের হাতে খুন হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ফ্রান্সে প্রকাশ্যে মহানবীর কার্টুন প্রদর্শিত হয়। মহানবীর (সা.) কার্টুন প্রদর্শন ঘিরে বিশ্বজুড়ে ফ্রান্সের ইসলামবিরোধী অবস্থানের প্রতিবাদে োভ দেখা দেয়। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফরাসি পণ্যসামগ্রী বর্জনের ডাক দেয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ব্যাপক আকারে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মুসলিমরা। এখান থেকেও উঠেছে ফরাসি পণ্য বর্জনের ডাক।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর করিমগঞ্জে বিজেপির দু-দিনের রাজ্য কার্যনির্বাহী সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : এক সময় করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির শক্ত দুর্গ ছিল। ১৯৯১ সালে রামমন্দির ইস্যু দিয়ে জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। সেই হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে প্রদেশ বিজেপি এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জে ভালো ফল করতে প্রদেশ বিজেপি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ জেলা সদরে বিজেপির দু-দিনের রাজ্য কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯১ সালে করিমগঞ্জ জেলার চার সহ বরাক উপত্যকা থেকে নয়জন বিধায়ক জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির টিকিটে। এখানে দলের অনেক শক্ত ভিত রয়েছে। যার দরুন বছর পাঁচেক আগে কাছাড় জেলা সদর শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য কার্যনির্বাহী সভা। এবারের সভা অনুষ্ঠিত হবে সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে। অনুষ্ঠেয় সভায় সহস্রাধিক বিজেপি নেতা ও কার্যকর্তা উপস্থিত থাকবেন বলে জানান সুব্রত ভট্টাচার্য। দলের কার্যনির্বাহী সভাকে সার্বিকভাবে সফল ও সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে শুক্রবার জেলা বিজেপি সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কার্যনির্বাহী সমিতির সকল পদাধিকারী, মণ্ডল সভাপতি ও বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি সম্পাদকগণ।

রাজ্যস্তরের সভাকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জে চাঁদের হাট বসবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন সুব্রতবাবু। দলের বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে বলেন, সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, নেডা-র আহ্বায়ক সহ সকল বিধায়ক-সংসদ, মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারীরা। দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানান নিত্যভূষণ দে। এআইডিসি-র চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস বলেন, প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের উপস্থিতিতে করিমগঞ্জে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হবে। এ রকম সভা করিমগঞ্জে কোনওদিন হয়নি। সভার সার্বিক সহযোগিতায় জেলার সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেছেন মিশন দাস। জেলার দলীয় দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার বলেন, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনে এর বিরাট প্রভাব পড়বে। দলের বুথ স্তর পর্যন্ত কার্যকর্তাদের মনে বাড়তি উৎসাহ জোগাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সভা। ফলে জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনে দলীয় প্রার্থীদের জয় সহজ হবে বলে মনে করেন দুই বিধায়ক।

দলের রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য মুন স্বর্ণকার বলেন, করিমগঞ্জে রাজ্যিক কার্যনির্বাহী সভার মাধ্যমে বিধানসভা নির্বাচনের রণডঙ্কা বাজাবে বিজেপি। জেলা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা ও প্রদেশ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কৃষ্ণ দাস বলেন, ডিসেম্বরের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় সভাকে সফল করে তুলতে হলে দলের প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, দিলীপ দাস, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বণিক, যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল প্রমুখ।

৫৯ বছরে পা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ, ভাসলেন শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ৫৯ বছরে পা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর শনিবার সর্বপ্রথম টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং, নীতিন গডকড়ি, মুখতার আব্বাস নকভি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নেডা-র অহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, অসমের প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা, নাগাল্যান্ডের উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুনগো পট্টন, অসম মন্ত্রিসভার সব সদস্য, বহু বিধায়ক, অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস সহ দলের অসংখ্য নেতা কার্যকর্তা টুইটারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে তাঁর ৫৯ তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৬২ সালের ৩১ অক্টোবর উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার চাবুয়া অঞ্চলের বিন্ধাকটা মুলুক গ্রামের সমতল উপজাতি জনগোষ্ঠী বংশদ্ভূত কৃষক প্রয়াত জীবেশ্বর সনোয়াল ও প্রয়াত দীনেশ্বরী দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান সর্বানন্দ।

করিমগঞ্জের অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদ মীমাংসায় উভয় রাজ্যের জেলা প্রশাসন স্তরে নিষ্ফল বৈঠক ইচাবিলে

ইচাবিল (করিমগঞ্জ / অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জের অসম-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে উভয় রাজ্যের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার পাথারকান্দির ইচাবিলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কার্যত নিষ্ফল হয়েছে।

সীমান্ত সমস্যার সমাধান তথা সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তি ও ঐক্য ফিরিয়ে সামগ্রিক পরিবেশ স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে মিজোরামের মামিত জেলা ও দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার দুই জেলাশাসক, দুই পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে শনিবার দুপুরে পাথারকান্দির বাজারিছড়া থানার অধীনস্থ ইচাবিল এটিসি চা বাগানের কনফারেন্স হল-এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী, পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব, ডিএফও জালনুর আলি, করিমগঞ্জের জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হুসেন চৌধুরী, পাথারকান্দির সার্কল অফিসার জেনাথন ভাইপেই এবং মিজোরামের পক্ষে মামিত জেলার জেলাশাসক ড় লালরোজামা, পুলিশ সুপার শশাঙ্ক জয়সোয়াল, সদর এসডিও ভিক্টর লালিমপুইয়া, ডিএফও লালবিয়াক সহ অন্যরা।

উভয় জেলার আধিকারিকদের মধ্যে সীমান্তে স্বাভাবিক পরিবেশ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। সভায় করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী বলেন, সীমান্ত এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার পর্যন্ত অসমের জমি মিজো পুলিশ ও সেখানকার মানুষজন জবরদখল করেছেন। তাই অসমের জমি ছেড়ে করোনা অতিমারর প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার আগে সীমানার সংশ্লিষ্ট স্থানে স্টেটাসকো রক্ষা করে ফিরিয়ে যাওয়ার জন্য মিজোরামের জেলাশাসক তথা প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে আহ্বান জানান। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

উল্টো মামিতের (মিজেরাম) জেলাশাসক ড় লালরোজামা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বর্তমানে মিজোরামের পুলিশ যতটা জায়গা দখল করে আছে তা তাঁদের বলে দাবি করেন। তিনি বিনাশর্তে সীমান্তে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করে রাস্তা খুলে দিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসককে চাপ দেন। এর জবাবে করিমগঞ্জের জেলাশাসক সীমান্তে শান্তি ফেরানোর উদ্দেশ্যে বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, করোনার আগে যে যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে গেলে দায়িত্ব সহকারে প্রয়োজনে এসকর্ট দিয়ে পণ্যবাহী লরি প্রভৃতি মিজোরামে পাঠানো হবে। কিন্তু জেলাশাসক আনবামুথানের কথায় কান দেননি মামিতের জেলাশাসক ড় লালরোজামা। তিনি বারবার বলেন, বর্তমানে মিজোরাম পুলিশ অবস্থানরত সম্পূর্ণ জায়গা মিজোরাম রাজ্যের। তাই তাঁরা কোনও অবস্থায় পিছু হঠবেন না বলে স্পষ্ট জানান লালরোজামা। যার ফলস্বরূপ আজকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কার্যত নিষ্ফল হয়েছে বলা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে করিমগঞ্জ, কাছাড় এবং হাইলাকান্দির অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে মিজো আগ্রাসনের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আন্তঃরাজ্যের সীমান্তবর্তী অসম ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণ তীব্র আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন। অসমের গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব, পুলিশের এডিজিপি স্তরের আধিকারিকরা বারকয়েক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়েছেন। তবুও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

কাছাড় জেলার লায়লাপুর, খুলিছড়া, বাঘেওয়ালা, তুলারথল, হাইলাকান্দির ভাইছড়া, কচুরতল এবং করিমগঞ্জের রাতাবাড়ি থানার চেরাগি ভুবিরবন্দ, পাথারকান্দির মেদলিছড়া এলাকার বিস্তীর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চল মিজো আগ্রাসনের ফলে বর্তমানে মিজোরাম পুলিশ ও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের দখলে রয়েছে। একই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হয়েও মিজোরামের এমন উদ্ধত আচরণে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সীমান্তবর্তী সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি অঞ্চলে।

আন্তঃরাজ্য সীমানা বিবাদের স্থায়ী সুরাহা না হওয়ার জন্য জনগণ প্রতি মুহূর্তে অজানা আতঙ্ক নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করছেন। শনিবার ইচাবিলে আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের নিটফল হতাশাপূর্ণ হওয়ায় দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

দক্ষিণ করিমগঞ্জে রেশনকার্ড সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : রেশনকার্ডের জন্যগ হয়রানির শিকার হচ্ছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের কেউটকোণা ও সিঙ্গারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর অধিকাংশ মানুষ। তাঁদের এই সমস্যা নিয়ে সরব হলেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপির প্রণব কুমার নাথ। ফারমপাশা সমবায় সমিতির অন্তর্গত এই দুই জিপি-র বাসিন্দাদের রেশনকার্ড সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক।

সানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক গোটা বিষয়টি জেলাশাসক আনবামুথান এমপির কাছে তুলে ধরে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে প্রণব কুমার নাথ জানিয়েছেন, ওই দুটি জিপি-র সিংহভাগ মানুষ তফশিলি এবং সংখ্যাপলঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় শতাধিক মানুষ গত পাঁচ বছর থেকে রেশনকার্ড থেকে বঞ্চিত। খাদ্য সুরক্ষার কার্ড বণ্টনের সময় পুরনো কার্ড বাতিল হয়ে গেছে তাঁদের। তখন দুর্বল শ্রেণির লোকদের বঞ্চিত করে খাদ্যে সুরক্ষার কার্ড দেওয়া হয়। এজন্য প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ ফারমপাশা সমবায় সমিতি ও একাংশ ডিলারকে দায়ী করেছেন। বঞ্চিতরা ফারমপাশা সমবায় সমিতি এবং জেলার সরবরাহ বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কোনও লাভ হয়নি।

অন্যয়দিকে জনৈক ডিলার এইচ আহমদের বিরুদ্ধে জনগণ অভিযোগ করলে সরবরাহ বিভাগের তরফে তাদের ন্যানয্য। মূল্যে র সামগ্রী এ আজিজ নামের জনৈক ডিলারের কাছে নাকি সমঝে দেওয়া হয় বলে জানানো হয়। এ-কথা জানিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব নাথ বলেন, এই ডিলারের বাড়ি সামগ্রী প্রাপকদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকায় সব সময় সামগ্রী আনা মুশকিল হয়ে পড়ে।

ফলে তাঁরা নিকটবর্তী কেউটকোণার ডিলার অনুকূল নাথের কাছে তাঁদের রেশনকার্ড সমঝে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ রেশন কার্ড-বঞ্চিত কয়েকজন এবং স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সংবলিত স্মারকপত্রটি তুলে দেন। একই সঙ্গে রেশনকার্ড বঞ্চিত শতাধিক জনগণের আবেদনপত্র জেলাশাসকের নির্দেশে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে জমা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন প্রণব কুমার নাথ। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিন্টু দত্ত, বিলাল আহমেদ, সোফিয়ান উদ্দিন প্রমুখ।

শরীর গরম হলে ধর্ষণ করার নিদান মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন ভাইদের, অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাইদের বলেছেন, তোদের যদি শরীর গরম হয়, মন কেমন করে, বিজেপি-র মহিলাদের ধর্ষণ করিস। শনিবার পলাশিতে এই কথা বলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা এ দিন বলেন, ধর্ষণ করলেও কিচ্ছু হবে না। কারণ আমি পুলিশমন্ত্রী। পুলিশ তো আমার কাছে আছে। সেরকম লাগলে ধর্ষিতার পরিবারকে টাকাপয়সা দিয়ে দেব। এখানে তাই ধর্ষণটা 'ইন্ডাস্ট্রি' হয়ে গিয়েছে। বামেদের ৩৪ বছরে কোনও শিল্প আসেনি। এর পর ৯ বছরেও কোনও শিল্প পশ্চিমবঙ্গে আসেনি। টাটা-দের তাড়িয়ে দেওয়ার পর একটা অন্য বার্তা গিয়েছে গোটা দেশে। আমরা ক্ষমতায় এলে এই ছবিটা বদলাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাইদের বলেছেন, দ্যাখ তোদের তো কিছু দিতে পারিনি। তোদের যদি শরীর গরম হয়, মন কেমন করে, আমোদের দরকার হয়, বিজেপি-র মহিলাদের ধর্ষণ করিস। পলাশিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। ওর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা এসেছি। আমরা চাই, দ্রুত এ ব্যাপারে চার্জশিট দাখিল হোক। অভিযুক্ত ৩-৪ জনের নাম দেওয়া হয়েছে। তাদের এক জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অগ্নিমিত্রা মূল দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, অন্য রাজ্যের মেয়ের ধর্ষণ হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ হয়। এ রাজ্যের মেয়ের ধর্ষণ হলে দুঃখ হয় না। পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর, সাহস দেওয়ার সময়ও হয় না। ওনার নেতা-নেত্রীরাও ব্যস্ত। সময় পান না। কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্য হলে ওঁদের সময়াভাব হয় না। অগ্নিমিত্রা বলেন, সাড়ে ন'বছর মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। অত্যাচার হচ্ছে। বামফ্রন্ট আমলেও আপনারা দেখেছিলেন মহিলারা এ রাজ্যে কতটুকু নিরাপত্তা পেতেন। আর তৃণমূল আমলে তো ছাপিয়ে সব গিয়েছে। মিথ্যেকথা, চুরি, খামখেয়ালিপনা, গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়া সব কিছুতেই চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। মহিলাদের ওপর অত্যাচার, অ্যাসিড নিক্ষেপ, নারীপাচার, শিশুপাচার এসবে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বর স্থানে। এই অভিযোগ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের রাজ্য আজ মহিলা নির্যাতনের পীঠস্থান। যার মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অবস্থা এমনই যে এনসিআরবি-কে সংশ্লিষ্ট সরকারি তথ্য পাঠাতে লজ্জা বোধ করি। পাছে আমরা আবার ফার্স্ট হয়ে যাই। ৮ বছরের বাচ্চা ধর্ষিতা হল। দেখা যাচ্ছে অভিযুক্তরা সকলে তৃণমূলের লোক। না শাস্তি আছে, না বিচার আছে। ওরা জানে আমরা ঠিক পার পেয়ে যাব। উল্লেখ্য, বিজেপি-র তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, নদিয়ায় পলাশির বড়চাঁদঘরে গণধর্ষণে তিন প্রধান অভিযুক্ত হল সাজাউদ্দীন আহমেদ, ভাসু শেখ এবং মিঠুন শেখ।

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার এক সেনা জওয়ান

জয়পুর, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): পাকিস্তানি হ্যান্ডলিং সংস্থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য তুলে দেওয়ার অভিযোগে রাজস্থানে এক সেনা জওয়ানকে (সেনাবাহিনীর গাড়ি চালক) গ্রেফতার করল সিআইডির ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। জয়পুরের স্পেশাল পুলিশ স্টেশনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্ধারিত একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এডিজি (ইন্টেলিজেন্স) উমেশ মিশ্র জানিয়েছেন, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার মদতপুষ্ট ছদ্মনামধারী এক মহিলার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ক্রমাগত সম্পর্ক রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে দিচ্ছিল রামনিবাস গোড়া (২৮) নামে এক সেনা জওয়ান। সে সেনাবাহিনীর গাড়ি চালাত। গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ধৃত রমনিবাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে যে পাকিস্তানি হ্যান্ডলিং এজেন্সি খবর দেওয়ার বিনিময়ে তার একাউন্টে টাকা দিয়েছে। অনেকদিন ধরেই রামনিবাসের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করা হল।

কলকাতায় দৈনিক সংক্রমণে নয়া রেকর্ড, একদিনে আক্রান্ত ৯৩১ জন

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতার সংক্রমণের ঊর্ধগামীতা। শনিবার কলকাতায় ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। গত ২৪ ঘন্টায় শহরে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩১ জন। সেখানে রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৯৩ জন। যদিও রাজ্যে ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সুস্থ হয়েছেন শনিবার। গত ২৪ ঘন্টায় করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪০৪৯ জন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৮.৩০শতাংশ।

অন্যদিকে, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৭ জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২০শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই। এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৮৮৬জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৭৩হাজার ৬৬৪জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩লাখ ২৯হাজার ৯৩৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬৮৪১জনের।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩১জন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১হাজার ২৮৮টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৯৫জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৭২হাজার ১৪৩জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৬জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২২০৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৯৩৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৯২৬জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৯০৭জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৪হাজার ১৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৫লাখ ৫৬হাজার ৪২৫টি। এখন রাজ্যে ৯৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সংখ্যালঘুরা সঙ্গে আছে বলেই দেশজুড়ে মোদীর জয়লাভ : আলি হোসেন

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): অন্যান্য সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছে বলেই গত লোকসভা নির্বাচনে ভারতজুড়ে জয়লাভ করেছেন তিনি। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যালঘু মোর্চার এক সভায় এই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আলি হোসেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি-তে সংখ্যালঘুরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, জানতে চাওয়া হলে মোর্চা সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস' কথাটি উল্লেখ করেন। মোর্চার পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপি কার্যালয় মন্ডল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি, দুইজন সাধারণ সম্পাদক এবং দু'জন সম্পাদককে নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একুশের নির্বাচন আসন্ন। আজকের এই সম্মেলনে সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে আগামী নির্বাচনে কিভাবে তাদের ক্রিয়া-কলাপ চলবে সে সম্পর্কে অবগত করা হয়। এদিন প্রায় ৪৬ টা মন্ডল থেকেই প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। বিজেপি-তে সংখ্যালঘু মোর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে করেন, ২০২১ সালের মধ্যে বিজেপিতে কুড়ি লক্ষ সংখ্যালঘু সদস্য করার লক্ষ্য নিয়েছেন তিনি। এ দিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোর্চার জেলা সভাপতি শামিম, রাজ্যের সহ সভাপতি চার্লস নন্দী, রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত গোলাম জার্জিস, সহ-সভানেত্রী মুক্তারুল বিবি, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সহ অনেকেই।

সামাজিক মাধ্যমে বিজেপির, " গরিব বিরোধী মমতা " অভিযান

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি স)। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগকে হাতিয়ার করে বিজেপি 'গরিব বিরোধী মমতা' নামে টুইট-অভিযান করল। এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, চার সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিং, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও সুকান্ত মজুমদার, জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা এই সিরিজের টুইটে অংশ নিয়েছেন। বাবুলবাবু টুইটে লিখেছেন, "তথ্য শেয়ার না করার দায়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণপ্রকল্পের যুযোগ হারাল"। দেবশ্রী চৌধুরী লিখেছেন, "নিজের দায়িত্বকে অবহেলা করার জন্য তৃণমূল সরকারকে জনগণই শিক্ষা দেবে, তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে স্বৈরাচারী শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয় না। অর্জুনবাবু লিখেছেন, "সরকারি হোক কি বেসরকারি বাস, মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিড় ভর্তি বাসে ধাক্কাধাক্কি করে দৈনন্দিন গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকাল ট্রেন চালানোর অনুমতি দিচ্ছেন না। কার স্বার্থে?" সুকান্তবাবু লিখেছেন, "লোকাল ট্রেনে করে গ্রামের ব্যবসায়ী-শ্রমিক শহরে আসেন। কিন্তু তারা আজ অর্থের অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। এরা সরকারের মত দুর্নীতি করে অর্থ আয় করেন না।" জ্যোতির্ময়বাবু এবং লকেট লিখেছেন রাজ্য সরকার ট্রেন চালানোর অনুমতি না দেওয়া প্রসঙ্গে।

জালনোট নিয়ে সোনা কিনতে এসে ধৃত প্রতারক, বেদম প্রহার

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): ৫০ হাজার টাকার জালনোট-সহ প্রতারককে হাতেনাতে ধরে চলল বেধড়ক মার। শেষমেশ পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে তাকে। ঘটনা ঘিরে শনিবার বারাসতের নবপল্লি এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে মারমুখী জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে জালনোট রাখার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, এ দিন বেলার দিকে অভিযুক্ত উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে নবপল্লির একটি অলঙ্কারের দোকানে গিয়ে সোনার দরদাম করছিলেন। প্রথমে কারও কোনও সংশয় হয়নি। দু, একটা কানের দুল পছন্দও করেন। কিন্তু দাম মেটাতে গিয়েই বাঁধে ঝঞ্ঝাট। টাকাগুলি দেখেই দোকানি বুঝতে পারেন যে তা আসল নয়, জাল নোট। এ নিয়ে ক্রেতার সঙ্গে দোকানির বচসা শুরু হয়। তা চরমে পৌঁছলে আশেপাশে ভিড় জমে যায়। ওই জালনোট-সহ ক্রেতাকে আটকে রাখেন দোকানের কর্মচারীরা। এরপর প্রবল জেরার মুখে জালনোটের কথা স্বীকার করে ক্রেতা। এর পর কিছু মারমুখী ও উত্তেজিত জনতা।

তিনবছর পর ফের দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট ভেঙে বিপত্তি জল সঙ্কটের মুখে শিল্পাঞ্চল

দুর্গাপুর, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : তিনবছর পর আবারও ব্যারেজের লকগেট ভেঙে বিপত্তি। হু হু করে বেরিয়ে পড়ল জল। জলশূন্য ব্যারেজ। আবারও জলসঙ্কটের মুখে গোটা শিল্পাঞ্চল। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারেজে। তীব্র জল সঙ্কটের শঙ্কা বাঁকুড়া, আসানসোল-দুর্গাপুর ও কাঁকসা-পানাগড় শিল্পতালুকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় লকগেটে জল আটকানোর কাজ শুরু করছে রাজ্য সেচ দফতর।

দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজ। ১৯৫৫ সালে তৈরী ব্যারেজটির পলি সংস্কার নিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের চাপানউতোর অব্যাহত। তার মধ্যে ব্যারেজের আবারও লকগেট ভেঙে পড়ায় বড়সড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি গোটা শিল্পাঞ্চল। শনিবার সকালে ব্যারেজের ৩১ নং লকগেটের সাপোর্টিং খিল ছেড়ে পড়ে। জলের চাপে ভেঙে বাঁক ধরে যায়। ফলে চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আটকে যায়। আর তার ফলে হু হু করে ব্যারেজের জল বেরিয়ে যেতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঁকুড়া ও আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ। পৌঁছায় সেচ দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা। খবর পেয়ে পৌঁছায় দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র, পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। দুই বিধায়ক। লকগেটে বড়সড় দুর্ঘটনা ঠেকাতে পার্শবর্তী লকগেটও খুলে দেওয়া হয়। বিকাল নাগাদ গোটা ব্যারেজে জলশূন্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেচ দফতর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সালের ২৪ নভেম্বর ব্যারেজের ১ নং লকগেট ভেঙে চ্যানেল থেকে বেরিয়ে বিপত্তি ঘটে। লকগেটটি একপাশে দুমড়ে আটকে গিয়েছে। নীচ দিয়ে প্রায় আড়াই ফুট বাঁক ধরে। আর ওই ফাঁক দিয়ে হু হু করে জল নামতে থাকে লকগেট দিয়ে। ফলে ওইসময়ও জলশূন্য করা হয় ব্যারেজ। এবং চরম জলসঙ্কটের মুখে গোটা শিল্পাঞ্চল। জলের হাহাকার দেখা দেয়। প্রশ্ন উঠেছিল ব্যারেজের নজরদারি নিয়ে। যদিও ওই ঘটনার পর রাজ্য সেচদফতর ধাপে ধাপে লকগেট সংস্কারের কাজ শুরু করে। ১২ কোটি টাকা ব্যায়ে ১১ টি লকগেট সংস্কারের কাজ শুরু করে। যার মধ্যে ছিল ১-৫ ও ২৯-৩৪ নং লকগেট। গত বছর থেকে এখনও পর্যন্ত ৪ টি লকগেট নতুন করে বসানো হয়েছে। করোনা আবহে লকডাউনের জেরে লকগেট সংস্কারের কাজ ব্যাহত হয় হয় বলে সেচ দফতর সুত্রে জানা গেছে। তার মধ্যে আবারও লকগেট বিপর্যয় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, দামদরের দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর নির্ভরশীল গোটা শিল্পাঞ্চল। দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ, মেজিয়া তাপবিদ্যুত, ডিপিএল , দুর্গাপুর ইস্পাত, পানাগড়ে ম্যাট্রিক্স সারকারখানা, অন্ডালে তাপবিদ্যুৎ সহ একাধিক শিল্প কারখানা ব্যারেজের ওপর। গোটা শহরের পানীয় জল ব্যাবস্থাও নির্ভরশীল এই দামোদরের ব্যারেজের ওপর। ১৯৫৫ সালে তৈরী হয়েছিল ব্যারেজটি। ১৯৬৪ সালে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ব্যারেজটি রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব হস্তান্তর করে রাজ্য সেচদফতরকে। ব্যারেজের জল ধারনের ক্ষমতা ৮ হাজার একরফুট থাকলেও পলি পড়ে বর্তমানে জল ধারনের ক্ষমতা প্রায় ৫ হাজার একরফুটে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ তৈরী হওয়ার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত কোন সংস্কার হয়নি। ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ঋষি কাপুরের সঙ্গে শেষ আড্ডায়...

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ঋষি কাপুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর। তখন কি আর জানতাম, এটাই আমাদের শেষ আড্ডা! তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'দ্য বডি' মুক্তির আগে ছিল এক দীর্ঘ আলাপচারিতা। ১১ মাস ১১ দিন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবে জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছিলেন তিনি। সেদিনও সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে দুরুদুরু বুকে হাজির হয়েছিলাম এই বলিউড অভিনেতার সামনে। কারণ, মনের মতো প্রশ্ন না হলে রীতমতো রেগে যান তিনি। আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন একদমই পছন্দ করেন না। সাক্ষাৎকারের শর্তই ছিল ক্যানসার আর আলিয়া-রণবীর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়। স্ত্রী নিতু সিং কাপুরের সঙ্গে 'বেলাশেষ' ছবির রিমেকে অভিনয় করার কথা ছিল। 'বেলাশেষ'-এর শেষটা আর হলো না।অগ্রহায়ণের দুপুরের এই আড্ডায় গোলাপি রঙের টি—শার্টে সেদিন ঋষি ছিলেন আপাদমস্তক রোমান্টিক এক মানুষ। তাই দেখা হতে রোমান্টিক হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন, 'যদিও আমার বয়স ৬৭, কিন্তু আমার হৃদয় আজও তরুণ। আর রোমান্সের কোনো বয়স হয় না। মনেপ্রাণে আমি আজও রোমান্টিক।' সেদিনের প্রশ্নোত্তর নিয়েই আজ বিদায়ের দিনে তাঁকে স্মরণ করছি।

অভিনয়ের আঙিনায় ৫০ বছর পার হতে চলেছে। কেমন ছিল এই অভিনয়—সফর?

আমি আমার কাজকে সব সময় উপভোগ করেছি। আমি খুবই আবেগপ্রবণ অভিনেতা। আমি মাথা দিয়ে অভিনয় করি না, করিনি। সব সময় মন দিয়ে অভিনয়কে ভালোবেসে কাজটা করেছি। 'মেরা নাম জোকার' ছবিটি ধরলে আগামী বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ৫০ বছর হবে। তবে অভিনয়ের সফরটা এখনই শুরু হয়েছে বলা যায়। ২৫ বছর ধরে নায়ক হয়ে শুধু নেচে গেছি। বলিউডে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে নিজেকে প্রতিটা ছবিতে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করছি।

বলিউডে আপনার ইমেজ ছিল 'চকলেট বয়ে'র। কিন্তু এখন আপনি সেই ইমেজ ভেঙে চুরমার করেছেন। ৯০ বছরের বৃদ্ধ থেকে দাউদনানান চরিত্রে দেখা যায় আপনাকে। এই দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে কিছু বলুন

আমি আমার এই রোমান্টিক ইমেজ আগেই ভাঙতে চেয়েছিলাম। ২৫ বছর আগে আমি যা যা করতে চেয়েছিলাম, এখন তা করার সুযোগ পাচ্ছি। আগে আমাকে কেউ অন্য ধারার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিত না। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছি। আগে ছবির গল্প বলতে ছিল, প্রেম-ভালোবাসা, প্রচুর মারপিট বা প্রথম অর্ধেকে ভাই—বোন হারিয়ে যাবে, আবার শেষভাগে সবাই সবাইকে ফিরে পাবে। সেসব বস্তাপচা গল্প থেকে এখন হিন্দি সিনেমা বেরিয়ে এসেছে। মাল্টিপ্লেক্স আসার পর ছবির মান উন্নত হয়েছে। অন্য ধারার ছবি হচ্ছে। সিনেমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলেছে। নায়ক-নায়িকা ছাড়াই এখন গল্পপ্রধান হিন্দি সিনেমা হচ্ছে। চরিত্রাভিনেতাদের কাঁধে ভর করে এখন সিনেমা হিট হচ্ছে। এ ধারণার বদল এনেছেন অমিতাভ বচ্চন। উনিই প্রথমে দেখিয়েছেন চরিত্রাভিনেতারাও ছবির নায়ক-নায়িকা হতে পারে। তবে আমার দ্বিতীয় ইনিংস পুরো বৈচিত্র্যে ভরা। সব প্রথা ভেঙে নানান চরিত্রে অভিনয় করছি। আমি প্রমাণ করেছি আমিও ভালো অভিনেতা। আর আমার এখনকার অভিনীত প্রায় সব চরিত্রই প্রশংসিত হয়েছে। প্রচুর পুরস্কারও পাচ্ছি।

৫০ বছরের দীর্ঘ এই সফরে কোনো আক্ষেপ আছে কি?

না, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। রণবীরকে (ছেলে, বলিউড তারকা রণবীর কাপুর) আমি সব সময় বলি যে

সফলতা যেন মাথায় চড়ে না বসে। আর ব্যর্থতা যেন হৃদয় চুরমার করে না দেয়। কোনো অভিনেতাই জীবনে ১০০ শতাংশ সফল হন না।

নিজের অভিনীত ছবি দেখেন?

উঁহু, নিজের ছবি দেখতে পছন্দ করি না। এমনকি রণবীরের অধিকাংশ ছবি আমার দেখা হয়নি। রণবীরের কোনো ছবি দেখলে মনে হয় ও এটা ঠিক করেনি। এভাবে করা উচিত ছিল। নিতু আমার আর রণবীরের সব ছবি দেখে। আর ছবি দেখার পর নিতু ওর মতামত জানায়। নিতুর মতো আমার মা আমার অভিনীত সব ছবি দেখতেন। আর উনি আমার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। তবে আমি অন্য অভিনেতাদের ছবি দেখি।

বায়োপিকে অভিনয় করতে চান?

বায়োপিকের জন্য আমি নিজেকে সবচেয়ে ভুল আর দুর্বল অভিনেতা বলে মনে করি। আমি কাউকে নকল করতে পারি না। আমি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনেতা। আমি হৃদয় দিয়ে অভিনয় করি। তাই আমাকেও কেউ সহজে নকল করতে পারবে না।

প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করেন?

আমার কোনো প্রতিযোগী আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার কাজ খুব ভালোভাবে করছি। আমি জানি না এটা ঠিক না বেঠিক। তবে আমি নিজেকে সেরা মনে করি। আর যারা প্রতিযোগিতার কথা ভাবে, তারা খুবই নীচ মানসিকতার লোক বলে আমার মনে হয়।

নিতু সিংয়ের সঙ্গে কবে আবার আপনাকে পর্দায় দেখা যাবে?

কে আর বুড়ো-বুড়ির রোমান্স দেখতে চায় (সশব্দে হেসে)। আমি আর নিতু ১৬টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে ১৩টি ছবিতে আমরা নায়ক-নায়িকা ছিলাম। সবাই চায় যে আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করি। একটা ছবি করার কথা আছে। এই ছবিতে ৪০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আমরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে চলেছি। এই নিয়ে ছবিটা শুরু। এটা মূলত একটা বাংলা ছবি (বেলাশেষে)। ছবির বিষয়বস্তুটা দারুণ। ছবিটাও খুব হিট করেছিল।

কখনো কি চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম আপনাকে আকর্ষণ করেছে?

কেন করবে বলুন তো? এত বছর ধরে কাপুর পরিবারের অন্য কাউকে করেনি, আমায় কেন করবে। সিনেমা ছাড়া কাপুর পরিবার কিছু ভাবতে পারে না। আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের বয়স ১১০ বছর। তার মধ্যে কাপুর পরিবারই ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। ১৯২৭ সালে আমার দাদাজি পৃথ্বীরাজ কাপুর কাজ করা শুরু করেন। আমাদের পরিবারের চার প্রজন্ম এই মাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, রণধীর কাপুর, তারপর আমার ছেলে রণবীর কাপুর এই ফিল্মি দুনিয়ায় এসেছে। এই নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড আছে।

এই প্রজন্মের অভিনেতাদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাজকুমার রাও, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা, রণবীর কাপুর, রণবীর সিংএদের আমি অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি। আমার যৌবনে আমি কখনোই ওদের মতো কাজের সুযোগ পাইনি। ১৯৭৩ সালে দর্শক কখনোই 'বালা' বা 'ভিকি ডোনার'-এর মতো ছবি গ্রহণ করতে পারত না। এখন দর্শক অনেক বেশি শিক্ষিত। তাদের রুচি বদলেছে। এখন সবাই ছবির কনটেন্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের সময় কোনো নায়ক আয়ুষ্মানের মতো টাকলা হয়ে 'বালা'-র মতো কোনো ছবি করার সাহস পেত না।

সেন্সর বোর্ড কাঁচি চালিয়ে এখনকার সিনেমাগুলো তছনছ করে। এই ব্যাপারে আপনার কী মত?

এখন তো তেমন কিছুই কাটা হয় না। আমার বাবা ২২ বছর বয়সে 'বরসাত' বলে এক সিনেমা করেন। নার্গিস ছিলেন ছবির নায়িকা। এই সিনেমাটাকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বাবা যখন কারণ জানতে চান, তখন বলা হয়, ছবিতে নার্গিসজি একবারও ওড়না পরেননি। যিনি 'এ' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তিনি এখনকার সিনেমা দেখলে তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন। (সশব্দে হেসে)

আপনি তো তারকা পুত্র। ক্যারিয়ার শুরুর সময় দাদু, বাবার তারকাখ্যাতি আপনার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলেনি?

এ প্রশ্নটা স্বজনপ্রীতি নিয়ে, তাই তো? কঙ্গনা বলে কেউ একজন আছেন, যিনি 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। করণসহ অনেকেই এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় তারকাপুত্র তো রাজ কাপুর নিজেই। রাজ কাপুর শুধু পৃথ্বীরাজ কাপুরের সন্তান ছিলেন বলেই কি সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছেন? আমি রাজ কাপুরের সন্তান বলেই কি ৪৫ বছর ধরে বলিউডে কাজ করে চলেছি? রণবীর আমার ছেলে বলেই কি আজ সে বলিউডের সুপারস্টার? আমাদের কারও কোনো যোগ্যতা না থাকলে কি আজ আমরা এত বছর ধরে এখানে কাজ করতে পারতাম! কারিনা, করিশমারও কি নিজেদের কোনো কৃতিত্ব নেই?

সৌমিত্রর তৃতীয় ডায়ালাইসিস হয়নি

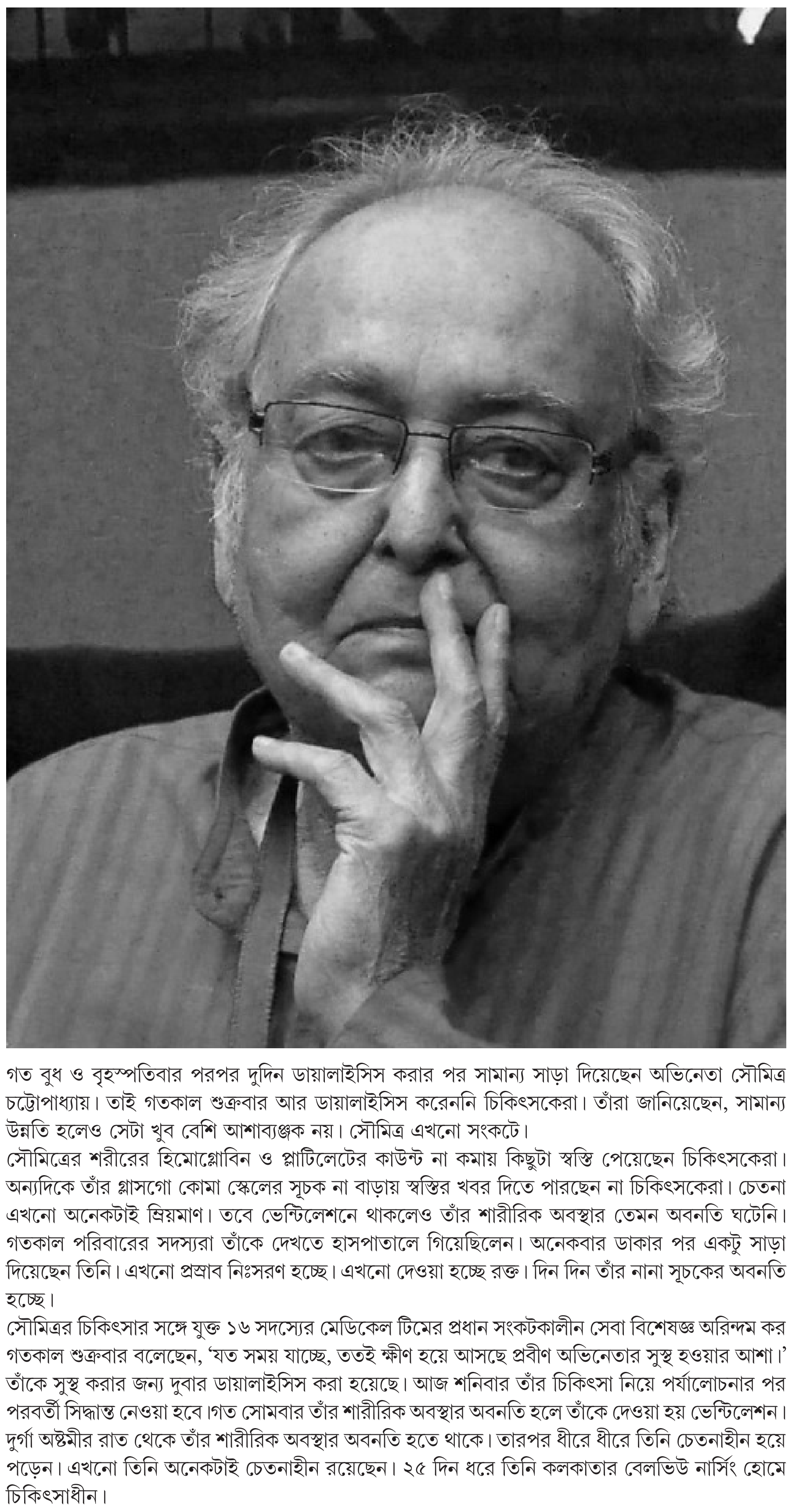

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার পরপর দুদিন ডায়ালাইসিস করার পর সামান্য সাড়া দিয়েছেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাই গতকাল শুক্রবার আর ডায়ালাইসিস করেননি চিকিৎসকেরা। তাঁরা জানিয়েছেন, সামান্য উন্নতি হলেও সেটা খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়। সৌমিত্র এখনো সংকটে।

সৌমিত্রের শরীরের হিমোগ্লোবিন ও প্লাটিলেটের কাউন্ট না কমায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন চিকিৎসকেরা। অন্যদিকে তাঁর গ্লাসগো কোমা স্কেলের সূচক না বাড়ায় স্বস্তির খবর দিতে পারছেন না চিকিৎসকেরা। চেতনা এখনো অনেকটাই ম্রিয়মাণ। তবে ভেন্টিলেশনে থাকলেও তাঁর শারীরিক অবস্থার তেমন অবনতি ঘটেনি। গতকাল পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অনেকবার ডাকার পর একটু সাড়া দিয়েছেন তিনি। এখনো প্রস্রাব নিঃসরণ হচ্ছে। এখনো দেওয়া হচ্ছে রক্ত। দিন দিন তাঁর নানা সূচকের অবনতি হচ্ছে।

সৌমিত্রর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ১৬ সদস্যের মেডিকেল টিমের প্রধান সংকটকালীন সেবা বিশেষজ্ঞ অরিন্দম কর গতকাল শুক্রবার বলেছেন, 'যত সময় যাচ্ছে, ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে প্রবীণ অভিনেতার সুস্থ হওয়ার আশা।' তাঁকে সুস্থ করার জন্য দুবার ডায়ালাইসিস করা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁর চিকিৎসা নিয়ে পর্যালোচনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।গত সোমবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে দেওয়া হয় ভেন্টিলেশন। দুর্গা অষ্টমীর রাত থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি চেতনাহীন হয়ে পড়েন। এখনো তিনি অনেকটাই চেতনাহীন রয়েছেন। ২৫ দিন ধরে তিনি কলকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন।

সালমানের বাড়িতে কাটছে জ্যাকুলিনের কোয়ারেন্টিন

বেশ কিছুদিন হলো সালমান খান হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন পানভেলের ফার্ম হাউসে। সেখানে আরও আছেন সালমানের বোন অর্পিতা খান, বোনজামাই আয়ুশ শর্মা, ভাগনে আহিল শর্মা ও আয়াত শর্মা, প্রেমিকা ইউলিয়া ভানতুর, ভাই সোহেল খান, সোহেল খানের ছেলে নির্ভান খান, মডেল বান্ধবী ওয়ালুচসা ডি সুজা ও কর্মকর্তা—কর্মচারীরা। সব মিলিয়ে মোট ২২ জন আছেন সালমান খানের ফার্ম হাউসে। না, আরও একজনের নাম বাদ পড়ল। তিনি বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সালমান খানের সঙ্গে তিনি এই কোয়ারেন্টিনের সময়ে থাকছেন পানভেলের ফার্ম হাউসেই।

জাকুলিন নাকি তাঁর 'গেন্দা ফুল' গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে সালমানের সঙ্গে আলাপ করতে পানভেলে গিয়েছিলেন। এরপর লকডাউনে আটকা পড়েছেন! সম্প্রতি সালমান খান তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জ্যাকুলিন সালমানের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন আরেক ক্যামেরায়। সালমান খান ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'জ্যাকি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।' সালমানের এই ছবির নিচে লাইক জড়ো হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ।

জ্যাকুলিনও কম যান না, তিনিও পোস্ট করেছেন তাঁর তোলা সালমান খানের ছবি। জ্যাকুলিনের পোস্ট করা সালমানের ছবিতে লাইক পড়েছে ২০ লাখ। শুধু তা—ই নয়, সালমানের ফার্ম হাউসে সালমানের পালিত ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেলফি তুলে তা ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। নিয়ম মেনে ব্যায়ামও করছেন। আবার নেটফ্লিক্সে দেখছেন নিজের অভিনীত সিরিজ মিসেস সিরিয়াল।

আটার ভেতর টাকা আমিরের নয়

দুনিয়াজুড়ে এখন ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি। তাই কোনটা সত্যি আর কোনটাই—বা গুজব, তা বাছাই করা খুবই কষ্টকর। এমনই এক গুজবের পর্দা সরালেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। করোনার কারণে ভারতজুড়ে হাহাকার। এ সময় বলিউড অভিনেতারা সাধারণ মানুষ তথা সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসহায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে।তবে এসব বলিউড তারকাকে নিয়ে নানান ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হচ্ছে। কিছুদিন আগে খবর এসেছিল যে আমির খান আটার

সঙ্গে ১৫ হাজার রুপি বিলি করেছেন। এবার এ খবরের সত্যতা তিনি নিজে ফাঁস করেছেন।খবরটা এমন, দিল্লির এক এলাকায় এক ট্রাক ভর্তি এক কিলোর আটার প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন আমির। আর সবচেয়ে মজাদার খবর ছিল, প্রতিটি এক কিলো আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার রুপি লুকানো ছিল। এ খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আমির টুইট করে এ খবরের সত্যটা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বন্ধুরা, আমি ওই ব্যক্তি নই যে আটার মধ্যে টাকা রেখে বণ্টন করেছি। এটা তো এক ভুয়া খবর। আমার ধারণা, কোনো রবিনহুড এটা দিয়েছেন, কিন্তু এর সত্যতা প্রকাশ করতে চান না। সুরক্ষিত থাকুন। আর সবাই আমার ভালোবাসা।'তাই বলে বসে নেই আমির। করোনার সঙ্গে এ যুদ্ধে আমিরও সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এক পোস্টের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। আর পুলিশের সাহসের প্রশংসা করেছেন এই বলিউড সুপারস্টার। পাশাপাশি একটা অ্যাকাউন্ট শেয়ার করে সবাইকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন আমির। আমির খানের আগামী ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিং চলছিল জোরকদমে। করোনার কারণে এখন সব শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি ছাড়া এই ছবিতে কারিনা কাপুর খান আছেন। বেশ কিছুদিন আগে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির একটা পোস্টার ইন্টারনেটে এসেছিল। এ পোস্টারে আমিরের লুক সামনে আসে।

হবু শ্বশুর ঋষি কাপুরকে আলিয়ার খোলা চিঠি

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চুটিয়ে প্রেম করছেন। এমনকি লকডাউনে কোয়ারেন্টিনের দিনগুলোতেও এক ছাদের নিচেই কাটিয়েছেন তাঁরা। এই দুই বছর ধরেই লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর। গত বছর আলিয়া প্রেমিকের বাবাকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও ছুটেছিলেন। ১১ মাস ১১ দিনের চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে এলেও নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন 'হবু শ্বশুর'কে। কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠলেই বিয়ের সানাই বাজবে রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাটের। সে আর হলো কই! তাই আগেই করোনা বিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেল। আর লকডাউনের ভেতরেই চলে গেলেন ঋষি কাপুর। ৬৭ বছরের ঋষি কাপুরের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে নিতু কাপুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আলিয়া ভাট, এমন দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রণবীর কাপুরের বড় বোন, ফ্যাশন ডিজাইনার ঋদ্ধিমা কাপুর দিল্লি থেকে মুম্বাই আসতে না পারায় তাঁকে ভিডিও করে বাবার শেষ আনুষ্ঠানিকতাও দেখাচ্ছিলেন আলিয়া। এই দুঃসময়ে 'বাড়ির বউ'য়ের সব দায়িত্বই পালন করেছেন আলিয়া। দিন শেষে চলে 'হবু শ্বশুর'কে উদ্দেশ করে ইনস্টাগ্রামে লিখলেন খোলা চিঠি:

'এই চমৎকার, সুদর্শন মানুষটাকে নিয়ে আমি কী বলব! তিনি আমার জীবন অনেকটাই ভালোবাসা আর মঙ্গল কামনায় ভরে দিয়েছেন। আজ সবাই একজন কিংবদন্তি ঋষি কাপুরকে নিয়ে কথা বলছেন। আমি বলব একজন মানুষের কথা, যিনি দুই বছর ধরে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বন্ধু হয়ে, সিনেমাপ্রেমিক হয়ে, যোদ্ধা হয়ে, পথপ্রদর্শক আর বাবা হয়ে। তিনিও আমার মতোই চাইনিজ খাবার খেতে খুবই ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন টুইট করতে। দুই বছর ধরে তিনি আমাকে যত ভালোবেসেছেন, আমি উষ্ণ আলিঙ্গনের মতোই বাকি জীবন তাঁর ভালোবাসা মিস করব। বিশ্বকে ধন্যবাদ, এমন একজন মানুষকে দুবছর আমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমার পরিবারের মতোই। আমি বাকি জীবন আপনার শূন্যস্থান অনুভব করব।'

অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন এসইউসিআই (ক)

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে লাগাতার সংঘর্ষে সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটি। কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, অসম এবং মিজোরামের সীমা বিবাদের সমাধান করতে সংশ্লিষ্ট উভয় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছে।

প্রেস বিবৃতিতে চন্দ্রলেখা বলেছেন, সীমা অতিক্রম করে অসম ভূখণ্ডে ধান কাটতে বাধা দেওয়া, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্কুলের ক্ষতি সাধন করা এবং ট্রাক চালক ও সহ-চালকদের মিজোরামে আটকে রাখা ইত্যাদি নানা অবাঞ্ছিত কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনও সরকারই সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সম্প্রতি দুই রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক স্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও সুফল হয়নি। অসম-নাগাল্যান্ড, অসম-অরুণাচল, অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলেও এর নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজ্যগুলির জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ধ্বংস হচ্ছে। বিবৃতিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর নেতা আরও বলেন, সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমিত করার চেষ্টা না করে শাসকশ্রেণি ও সরকারগুলো জনসাধারণকে বিভক্ত করার ব্লু প্রিন্ট রচনা করেছে। মিজোরামে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া ট্রাকচালক এবং সহ-চালকদের আটকে রাখার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের। এঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে অবিলম্বে অসমে ফিরিয়ে আনতে অসম সরকারের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। দলের পক্ষ থেকে এ-ও দাবি জানানো হয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সীমা বিবাদের স্থায়ী এবং দ্রুত সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি দুই রাজ্যের জনসাধারণকে শাসকশ্রেণি এবং কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের বিভাজনবাদী চক্রান্তে সাড়া না দিয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতেও দলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মাফিয়া মুক্ত জমিতে গরিবদের জন্য বাসস্থান তৈরি করা হবে : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): সমাজবিরোধী মাফিয়াদের উৎখাত করে যে সকল জমি রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে তার ওপর গরিবদের জন্য বাসস্থান তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

শনিবার দেউরিয়ার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিনের জনসভা থেকে সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে দাঙ্গা এবং অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য সমাজবিরোধী গুন্ডাদের নতুন বাহিনী করছে সমাজবাদী পার্টি। কিন্তু রাজ্যের বিজেপি সরকার তা হতে দেবে না। দাঙ্গার ষড়যন্ত্রকারীদের জেলে যেতে হবে। গুন্ডা এবং দাঙ্গাবাজদের জন্য উত্তরপ্রদেশে কোন জায়গা নেই। বিয়ের নাম করে ধর্ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে লাভ জিহাদ হতে দেব না। উত্তরপ্রদেশে লাভ জিহাদ রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কঠোর আইন শীঘ্র প্রণয়ন করবে। ভুয়া পরিচয় এবং বেশ ধারণ করে মেয়েদের বিভ্রান্ত করা বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেবে রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, দেশজুড়ে জাতিবাদ এবং বংশবাদের রাজনীতি শেষ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্নয়নকে সকল স্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বিজেপির জন্য গোটা দেশটাই একটা পরিবার।

লৌহ পুরুষের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রভক্তি পথ দেখাবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কিংবদন্তির স্বাধীনতা সংগ্রামী লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের লৌহ নেতৃত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রভক্তি সর্বদা আমাদের পথ দেখাবে। শনিবার রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে দিল্লির সর্দার প্যাটেল চকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেই দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের লৌহ নেতৃত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রভক্তি সর্বদা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সভায় উপস্থিত প্রত্যেককে রাষ্ট্রীয় একতার শপথ বাক্য পাঠ করান অমিত শাহ। সেই শপথ বাক্যে বলা হয়েছে, 'আমি সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ করছি যে রাষ্ট্রীয় একতা, অখন্ডতা এবং সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য সর্বদা সমর্পিত থাকবো। দেশবাসীদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করব। দেশের একতার ভাবনা থেকেই এই শপথ নিলাম। এই ভাবনার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। নিজের দূরদর্শিতা এবং কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য নিয়োজিত থাকব। সত্যনিষ্ঠ ভাবে আমি শপথ নিলাম।'

এদিনের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, সংবিধান এবং সনাতন ভাবনার অদ্বিতীয় ভারসাম্যের প্রতীক হচ্ছেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার থেকে শুরু করে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ পর্যন্ত নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ভারতের রাষ্ট্রভাবনা জন্য সমর্পণ করে গিয়েছিলেন।

তথ্য গোপন করে নির্বাচিত নিলামবাজার জিপি-র গ্রুপ সদস্য, পদ খোয়াচ্ছেন পাঁচ সন্তানের জনক আব্দুল সহিদ

নিলামবাজার (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পঞ্চায়েত আইন ২০১৯ অনুযায়ী দুয়ের অধিক সন্তানের মা বা বাবা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। দুয়ের অধিক সন্তানের মা কিংবা বাবা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলে তাঁর পদ বাতিল হয়ে যাবে। নতুন পঞ্চায়েত আইনের বলে ইতিমধ্যে সমগ্র রাজ্যে বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তাঁদের পদ খুইয়েছেন। এর পরও অনেক ব্যক্তি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রদত্ত হলফনামায় সন্তানের প্রকৃত সংখ্যা গোপন রেখে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। এমনই এক পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আব্দুল সহিদ।

তিনি দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত নিলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর গ্রুপ সদস্য। পাঁচ সন্তানের জনক সহিদ তাঁর সন্তান-সন্ততির আসল তথ্য গোপন করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিলামবাজার জিপি-র পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গ্রুপ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনৈতিক ভাবে নির্বাচিত আব্দুল সহিদের জনপ্রতিনিধিত্ব বাতিল করার দাবিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামীর কাছে স্মারকপত্র জমা পড়েছে।

নতুন পঞ্চায়েত আইনের নিয়মে বিপাকে পড়েছেন পঞ্চায়েত সদস্য সহিদ। চার সন্তান থাকাকালীন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়ার পর পঞ্চম সন্তানের জনক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের নতুন আইনে দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডে এটাই প্রথম কোনও পঞ্চায়েত সদস্য জনপ্রতিনিধিত্ব হারাতে চলেছেন। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জের খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) তথা নিলামবাজারের সার্কল অফিসার ওয়াদিউল ইসলামকেও। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডের অধিনস্থ ৬৪ নম্বর নিলামবাজার জিপি০র পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড তথা বনুগ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল সহিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মতে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্রে সহিদ প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সন্তানের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন। আসলে তখন তাঁর চারটি সন্তান ছিল। গত বছরের ১৮ আগস্ট সহিদের স্ত্রী হীরা পারভিন তাপাদার পঞ্চম সন্তানের জন্ম দেওয়ায় এবার দুয়ের অধিক সন্তান নয়, নতুন পঞ্চায়েত আইন লঙ্ঘন হওয়ায় সহিদের সদস্য পদ খারিজ করার দাবি জানিয়ে নিলামবাজার সার্কল অফিসারের মাধ্যমে জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন গত নির্বাচনে সহিদের প্রতিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদ আহমেদ।

এই আবেদনে মাসুদ ছাড়াও বনুগ্রামের সচেতন কয়েকজন নাগরিকেরও স্বাক্ষর রয়েছে। এই স্মারকপত্রের প্রতিলিপি প্রদান করা হয়েছে বিডিও ওয়াদিউল ইসলাম ও জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়ের কাছেও। এদিকে এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই সহিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের প্রাথমিক পর্বেই নিলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জন্মের পঞ্জিয়নের খাতায় সহিদের পাঁচ সন্তান থাকার বিষয়টি প্রমাণ হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিলামবাজার জিপি এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রয়াত পাটাসারকুচির প্রাক্তন বিধায়ক ভূবনেশ্বর বর্মন

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : চলে গেলেন পাটাসারকুচির প্রাক্তন বিধায়ক ভূবনেশ্বর বর্মন। শনিবার ভোর পাঁচটা ২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রাজ্যের বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী দুবারের বিধায়ক ভুবনেশ্বর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ভুবনেশ্বর বর্মনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত সপ্তাহে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছিল। বরিষ্ঠ রাজনীতিকের মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বরপেটা জেলা (অধুনা বজালি)-র অন্তর্গত পাটাসারকুচি বিধানসভা আসন থেকে দুবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভুবনেশ্বর বর্মন। প্রথমবার ১৯৬৭-৭২ সালে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীতে ১৯৭৮-৮৩ সালে জনতা পার্টির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি।

বরিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভুবনেশ্বর বর্মনের মৃত্যুতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ছাড়াও বিভিন্ন দল ও সংগঠন গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

বাল্মিকী জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): বাল্মিকী জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সামাজিক সদ্ভাবনা, সাম্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত পাওয়া বাল্মীকির নীতি, আদর্শ দেশবাসীকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে যাবে।

শনিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বাল্মিকী জয়ন্তী উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সামাজিক সদ্ভাবনা, সাম্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার আদর্শ এবং নীতি দেশবাসীকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে যাবে। গতমাসের মান কি বাত অনুষ্ঠানে বাল্মীকির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার ভিডিও এদিনের টুইট বার্তায় তুলে ধরেন তিনি। সেই ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বাল্মীকির নীতি ও আদর্শ কয়েক কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। মানুষকে ক্রমাগত আত্মিক শক্তি জুগিয়ে চলেছে তার আদর্শ। লক্ষ-কোটি গরীব এবং দলিতদের জন্য আশার প্রতীক হচ্ছেন বাল্মিকী। এই সকল মানুষের মধ্যে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করেছেন বাল্মিকী। মহর্ষি বাল্মীকির ইতিবাচক ভাবনাকে শক্তি যুগিয়েছে সেবা এবং মানবিক গরিমা।

দুর্গাপুর ব্যারেজের লক গেট ভেঙে বিপত্তি -বাঁকুড়ায় পানীয় জল সংকটের আশঙ্কা

বাঁকুড়া, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): দুর্গাপুর ব্যারেজের লক গেট ভেঙে পড়ায় দুর্গাপুর সহ বাঁকুড়া শহর ও শিল্পাঞ্চলে পানীয় জল সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। লক গেট ভেঙে যাওয়ায় জলাধার একেবারে জল শূন্য হয়ে পড়ল। ফলে দুর্গাপুর - আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সাথে গোটা বাঁকুড়া জেলা শিল্পাঞ্চলেও বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও রাজ্য সেচ দফতর দ্রুত লক গেট মেরামত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু ব্যারেজ জল শূন্য হয়ে পড়ায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের অসংখ্য কল কারখানা যেমন জলের অভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়বে তেমনি বাঁকুড়ার ডিভিসি মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সহ বড়জোড়া মেজিয়া শিল্পাঞ্চলেরও অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও বাঁকুড়া জেলায় পানীয় জলের সমস্যাও সৃষ্টি হবে।

এর আগে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্যারেজের ১ নং লক গেট ভেঙে পড়ায় জলাধার শূন্য হয়ে যায়। ৪ দিনের মাথায় যখন লক গেট মেরামত করা হয় ততক্ষণে দুর্গাপুর, আসানসোল ও বাঁকুড়া জেলা ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মেরামতের পর ডিভিসির মাইথন জলাধার থেকে জল আনিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করা গেলেও এবারের প্রেক্ষিত আলাদা। তখন ছিল এপ্রিল মাস। আড়াই মাসের মধ্যে বর্ষা নামায় সমস্যা ততটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এবার সবে মাত্র নভেম্বর মাস। বর্ষা আসতে অনেক দেরী। মাইথন জলাধারে যে পরিমাণ জল আছে তাতে এতটা সময় এই জলাধারটিকে পুষ্ট রাখতে পারবে না বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

এদিন ভোর ৫ টার সময় ৩১ নং লক গেট ভাঙার শব্দ পান স্থানীয় ধীবররা। তারা ভোরে মাছ ধরার জাল তুলতে এসে দেখেন হু হু করে জল বের হচ্ছে। তারাই প্রথম খবর দেন বড়জোড়া ব্লক প্রশাসনকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দুই জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। আসেন দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র দিলীপ অগস্থি, বাঁকুড়ার সাংসদ ডা সুভাষ সরকার। দিলীপ অগস্থি বলেন দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করবে রাজ্য সেচ দফতর। অন্যদিকে ডা সুভাষ সরকার রাজ্য সেচ দফতরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, তিন বছর আগেই ব্যারেজের ১ নং লক গেট সতর্ক করে দিয়েছিল। সেই সময়সেচ দফতর সমস্ত লক গেট সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তিন বছর পরেও রাজ্য সরকারের ঘুম ভাঙেনি। তিনি বলেন এই জলাধারের জল নিয়ে ডিভিসির মেজিয়া, অন্ডাল ও দুর্গাপুরের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা চলে। এরপর আছে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ প্রকল্প ডিপিএল। জল না পেলে সব বিদ্যুৎ কারখানাই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ফলে দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দেবে। অন্যদিকে বড়জোড়া মেজিয়া দুর্গাপুরের অসংখ্য কারখানা এই জলাধারের জলের উপর নির্ভরশীল। বাঁকুড়া শহর সহ জেলার ১৪ ব্লকের প্রতিটি পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ হয়। দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল, জামুড়িয়া সহ গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানীয় জলের যোগান দেয় দামোদর। পাশাপাশি সাবেক বর্ধমান, হুগলি ও বাঁকুড়ার একাংশ এই জলাধার থেকে সেচের জল পায়। সেচ ক্যানেলগুলি আর জল পাবেনা বর্ষা নামার আগে। ফলে রবি, খারিপ ও বারো চাষ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আসানসোল রানীগঞ্জ এলাকায় যেসব পাম্প হাইস থেকে পানীয় জল তোলা হত তাও কাল থেকে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে দেখা দিয়েছে। ফলে পানীয় জলের হাহাকার পড়ে যাবে বলেও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ডিজিএম ((প্রশাসন) প্রবীর চাঁদ জানিয়েছেন এদিন খবর পেয়েই আমরা প্রকল্পের দুটি জলাধার ভরে নিয়েছি।তা দিয়ে আগামী দুদিন কারখানা চালাতে অসুবিধা হবে না। তিনি বলেন দামোদর কোনো প্রাকৃতিক ঝরনা থেকে জল পায়না। বর্ষার জলকে ধরে রেখে ডিভিসি তাদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। তাই মাইথন জলাধার একবার হয়তো দুর্গাপুর ব্যারেজ ভরে দিলেও আগামী ৭-৮ মাস কিভাবে তা পূরণ করবে তা ভাবার বিষয়। ডিভিসির কর্মী ইউনিয়নগুলির পক্ষে সিটু নেতা সমীর বাইন, আইএনটিইউসি পরিচালিত ডিভিসি কর্মচারী সংঘের সম্পাদক অরিন্দম ব্যানার্জিরা বলেন, এখানের জলে তাদের তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্প চলে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৪০০০ মেগাওয়াটের বেশি। তিন দিনের মধ্যে জল না পেলে দেশে বিদ্যুৎ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এছাড়াও ডিভিসির কর্মী আবাসনগুলিতে পানীয় জলের আর কোনো আধাৰ নেই। সেখানেও সংকট অনিবার্য বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলা শাসক এস অরুন প্রসাদ জানিয়েছেন আমাদের জেলায় যেসব ব্লকে এখান থেকে পানীয় জল সরবরাহ হত সেইসব এলাকায় যাতে জল সমস্যা না হয় তার জন্য আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছি। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুত লক গেট মেরামত করার জন্য। সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্তা ব্যক্তিরা কাজের তদারকি করছেন। এর ফলে আগামী দিনে কতটা এবং কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে দুই জেলা তা এখনই কেউ পরিস্কার করে বলতে পারছেন না। তবে সমস্যা যে অবশ্যম্ভাবী তা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ফারুক ও মেহবুবাকে গ্রেফতার করে, আন্দামানে পাঠানো উচিত : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন দু"জন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ এবং মেহবুবা মুফতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন শিবসেনা সঞ্জয় রাউত। শনিবার রাউত জানিয়েছেন, ফারুক ও মেহবুবাকে গ্রেফতার করে, ১০ বছরের জন্য আন্দামানে পাঠানো উচিত। দেশ-বিরোধী মন্তব্যের জন্যই ফারুক ও মেহবুবাকে ফের আক্রমণ করলেন রাউত। ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, "চিনের সমর্থনে জম্মু ও কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনা হবে ৩৭০ ধারা।" মেহবুবা মুফতি বলেছিলেন, ""জম্মু ও কাশ্মীরের 'হৃত মর্যাদা' এবং সাবেক পতাকা না-ফেরানো পর্যন্ত ভোটে লড়া বা তেরঙ্গা তোলায় তিনি উৎসাহিত নন।" জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার সঞ্জয় রাউত বলেন, "ফারুক আব্দুল্লাহ হোক অথবা মেহবুবা মুফতি, চিনের সহায়তায় যদি কেউ ভারতের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চায়, তাহলে তাঁদের গ্রেফতার করা উচিত এবং ১০ বছরের জন্য আন্দামানে পাঠানো উচিত। তাঁরা স্বাধীনভাবে ঘুরছেই বা কীভাবে?"বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে, বিজেপির ভ্যাকসিন-প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়নি। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন আসলে বিজেপির একটি শাখা, তাই তাঁদের কাছ থেকে সবকিছু আশা করতে পারবেন না।" রাউত আরও জানান, তেজস্বী যাদব যদি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে তিনি মোটেও অবাক হবেন না।

সংসদের সেন্ট্রাল হলে পালিত হল লৌহ পুরুষের জন্মজয়ন্তী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি. স.): দিল্লির সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে পালিত হল দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী। সেন্ট্রাল হলে থাকা তার সুবিশাল তৈলচিত্রে মাল্যদান এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার কর্মী এবং সচিবরা। লোকসভার মহাসচিব স্নেহলতা শ্রীবাস্তব এবং লোকসভার সচিব উৎপল কুমার সিং সেন্ট্রাল হলে থাকা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের তৈলচিত্র পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান লোকসভা এবং রাজ্যসভার আধিকারিকরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাধীনতা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীনোত্তর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন। রাজন্যবর্গ শাসিত ভূখন্ডগুলিকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান ছিল। পাশাপাশি হায়দরাবাদের মতো একরোখা রাজ্যগুলিকে কবলে আনতে সেনা পাঠিয়ে ছিলেন তিনি। কাশ্মীরে ভারতের ভিতকে শক্ত করার পাশাপাশি লাক্ষাদ্বীপকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও রাজপুতানা একাধিক রাজন্যবর্গ শাসিত রাজ্য এবং গুজরাটের জুনাগড়কে ভারতে অন্তর্ভুক্তি করেছিলেন তিনি।

উমরাংসোতে বুনো হাতির তাণ্ডব, তছনছ বসতবাড়ি, খেতের ফসল

উমরাংসো (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসো তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের গরমপানি নির্বাচন কেন্দ্রের অধীনস্থ চারটি গ্রামে বুনো হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন গ্রামবাসী। উমরাংসোর কুক্রিলাংসো, সিকিলাংসো, ছোট লোকহিংডং এবং চিরিলাংসোর বাসিন্দারা বুনো হাতির উপদ্রবে তটস্থ হয়ে উঠেছেন।

শুক্রবার রাতে উমরাংসোর এই চারটি গ্রামে বুনো হাতির এক দল হানা দিয়ে চারটি গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘর ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, ওই চারটি গ্রামের খেতের ফসলও সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে বুনো হাতি পাল। খাদ্যের সন্ধানে হাতির দলটি পাহাড় থেকে নেমে এসে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। হাতির দল কৃষকদের ধান খেত সহ গৃহস্থালী শাক-সবজিও তছনছ করে ফেলেছে। গ্রামের অনেক বাড়ি ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বুনো হাতির দলটি।

বুনো হাতির হামলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে গ্রামবাসীরা পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এই সব বুনো হাতির উপদ্রবে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

উল্লেখ্য, ইদানীং প্রায় সময়ই উমরাংসোর এ সব অঞ্চলে বুনো হাতির দল পাহাড় থেকে খাদ্যের সন্ধানে নেমে এসে হানা দেয় জনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলিতে। তবে শুক্রবার রাতে হাতির দলের হানায় এবার এই চারটি গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

কাছাড়ের তুলারথল নতছড়ার ধানখেত থেকে অপহৃত দুই শ্রমিককে মুক্ত করেছে মিজোরাম পুলিশ

ধলাই (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী তুলারথল নথছড়া এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার গরিব দুই শ্রমিককে অপহরণ করেছিল মিজোরামের দুর্বৃত্তরা। সেই দুই যুবককে শুক্রবার ছেড়ে দিয়েছে মিজোরাম পুলিশ। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় জনমনে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল।

উল্লেখ্য ইদানীংকালে মিজোরাম পুলিশ ও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের সদস্যরা যৌথভাবে বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে অসমের জমি জবরদখল, বোমা বিস্ফোরণ, কাছাড়ের ডিএফওকে বনাঞ্চল পরিদর্শনে গেলে তাঁকে বাধা প্রদানের পর দুই কৃষক শ্রমিক অপহরণের ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

এদিকে শুক্রবার সাজ্জাদুর রহমান ও ইরমান আলি নামের আটক দুই ভাইকে মিজোরাম পুলিশ ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুটা স্বস্তির বাতাবরণ ফিরেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মিজোরামে আটক অসমের ট্রাক চালক ও সহচালকরা একইভাবে কাছাড়ে ফিরে এসেছেন বলে জানা গেছে।

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমুলক মন্তব্যে কুড়মি সমন্বয় মঞ্চের

ঝাড়গ্রাম, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির জেলা সম্পাদক সমীর দত্তর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমুলক মন্তব্যের অভিযোগে সরগরম ঝাড়গ্রামের কুড়মি সমাজ।যা নিয়ে কুড়মি সমন্বয় মঞ্চের পক্ষ থেকে বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে থানার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ দিন কয়েক মাহাত জাতির বিরুদ্ধে সোস্যাল মিডিয়াতে বিদ্বেষমুলক মন্তব্য করেছেন সমীর দত্ত।যদিও বিজেপির ওই জেলা সম্পাদক পরে পোস্টটি ডিলিট করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।কিন্তু তাতে ক্ষোভ প্রশমিত হয় নি। এবার কুড়মি সমন্বয় মঞ্চের পক্ষ থেকে বিজেপির ওই নেতার শাস্তীর দাবিতে এবং তার জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলে আন্দোলনে নামল।

উল্লেখ্য কুড়মিদের চারটি সংগঠন মিলে গঠিত হয়েছে কুড়মি সমন্বয় মঞ্চ।এদিন শনিবার মঞ্চের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের মধুবনের করমতল থেকে একটি মিছিল হয়।মধুবন থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত এই মিছিলটি হয়।মিছিল শেষে পাঁচমাথা মোড়ে একটি পথসভা করে কুড়মি সমন্বয় মঞ্চ। এদিন মঞ্চের পক্ষ থেকে নেতৃত্বরা দাবি তোলেন অবিলম্বে বিজেপির ওই নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।এর জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান। এই বিষয়ে কুড়মি সমন্বয় মঞ্চের অন্যতম নেতা,পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের সভাপতি রাজেশ মাহাতো বলেন, "আমাদের সমগ্র জাতিকে ওই বিজেপি নেতা আপমান করছেন।বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন।ফেস বুকে পোস্ট ডিলিট করে ক্ষমা চাইলেও আমরা চাই উনি প্রক্যাশে ক্ষমা চান।আমারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দাবি করছি আমরা।"এদিন উপস্থিত ছিলেন কুড়মি সেনার পক্ষ থেকে অরূপ মাহাতো, জনজাতি কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে আশোক মাহাতো, শিবাজী মাহাতো।

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন, "উনি ব্যক্তিগতভাবে পোস্ট করেছিলেন।উনি পোস্ট ডিলেট করে ক্ষমা চেয়েছেন।এটার সাথে দলের কোন যোগ নেই।বিষয়টি ওনার ব্যক্তিগত।"এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সম্পাদক সমীর দত্ত বলেন "আমি পোস্ট করার পর তা ডিলিট করে দিয়েছি।ক্ষমাও চেয়েছি।এটা কোন পার্টির বিষয় নয়।আমরা কথা।আমি ছত্রধর মাহাতোর কথা বলতে চেয়েছিলাম।প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন উঠেছ না।ফেসবুকে লিখে ছিলাম।ফেস বুকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।প্রকাশ্য তো কিছু হয় নি।এরপর আইন আইনের পথে চলবে।আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি।আমি এই সমাজাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।আমার লেখার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো বলেন, "একটি জাতিকে নিয়ে এইভাবে কথা কখনই বলা উচিত নয়।যারা আমার সমালোচনা করছেন করুন।কিন্তু একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে এইভাবে কথা বলা কখনই ঠিক নয়। সম্প্রদায়িক রাজনীতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনো এ রকম দেখা যায়নি। এরা সম্প্রদায়িকতা আমদানি করছে যা বন্ধ হওয়া দরকার।"

বৈঠালাংসোয় নাবালিকাকে ধর্ষণ প্রৌঢ়ের, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ডিফু (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিম কারবি আংলং জেলার বৈঠালাংসোতে সংঘটিত হয়েছে নাবালিকাকে ধর্ষণের মতো এক জঘন্য ঘটনা। ৬০ বছরের জনৈক বৃদ্ধের কামনার বলি হয়েছে ১২ বছরের নাবালিকা।

কারবি পাহাড়ের বৈঠালাংসো থানার অন্তর্গত আটগাঁও তামুলবাড়ি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে এই ঘটনা। গ্রামের ৬০ বছরের প্রবীণ জনৈক পুনিরাম দাস তার প্রতিবেশী ১২ বছরের এক নাবালিকাক বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘরের ভিতরে যৌন নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ। যৌন নির্যাতনকারীর কবল থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন আরেক প্রতিবেশী ব্যক্তি। এদিকে গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল পুনিরাম দাস।

তবে বৈঠালাংসো পুলিশ অভিযান চালিয়ে নগাঁও জেলার কচুয়া থেকে পুনিরাম দাসকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

বাজারিছড়ায় একতা দিবস পালন করল এবিভিপি

বাজারিছড়া (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে শনিবার লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর শিবেরগুল শাখা। রাষ্ট্রের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার সংকল্প নিয়ে আজকের মহান দিনটি নানা কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করেছেন এবিভিপি-র কার্যকর্তারা। এদিন সকালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে বাজারিছড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশ থেকে কালাছড়া শহিদবেদি পর্যন্ত এক একতা মিছিল বের করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনদর্শন নিয়ে এক আলোচনা সভা। ওই কার্যক্রমে অন্যাছন্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাখার সভাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ, প্রদীপ দেবনাথ, বিজয় রায়, ইশিতা সিনহা, রিয়া সিনহা, শতাব্দী পাল, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, রাহুল রুদ্রপাল, সৌরভ পাল, জয়দীপ নাগ, অজয় পাল প্রমুখ।

কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরে পেলেন ৩৫ জন

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরে পেলেন অন্তত ৩৫ জন। শনিবার পুলিশ সুপারের দফতরে এক কর্মসূচিতে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় চুরি বা হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে সেই ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে এরকম ৩৫ জনের মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। যেগুলিকে প্রকৃত মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদিন তাঁদের সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন পুলিশ সুপারের দফতরে এক কর্মসূচিতে পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল্টু হালদার, ডিএসপি (ট্রাফিক) চন্দন দাস সহ উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা প্রকৃত মালিকদের হাতে মোবাইলগুলি ফিরিয়ে দেন।

লকআপে নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে মল্লারপুরে বিজেপির বনধ

মল্লারপুর, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): লকআপে ১৪ বছরের কিশোর শুভ মেহেনার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির তরফ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে ওই যুবককে মেরে ফেলার অভিযোগ করা হচ্ছে। একইভাবে বামফ্রন্টের তরফ থেকেও এই ঘটনাকে নক্কারজনক ঘটনা বলে দাবি করা হয় এবং ঘটনার সাথে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করা হয় ।আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার মল্লারপুর থানা এলাকায় বিজেপির তরফ থেকে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সকাল থেকে এলাকায় শুরু হয়েছে বন্ধ এবং সেই বন্ধে হাজির হয়েছেন বিজেপি রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ।

১৩-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী দেওয়ালী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ অক্টোবর।। আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে রাজ্যের বৃহৎ উৎসব দীপাবলি উৎসব চলবে। এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে গত ২৮ অক্টোবর গোমতি জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে সমস্ত দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ত্রিপুরার কৃষি পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিতসিংহ রায়ের পৌরহিত্যে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত হয় শ্রীশ্রী মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ট্রাস্ট কমিটির উপর বর্তমান করোনা আবহে মেলা করা না করার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ট্রাস্টের সভায় মেলায় শান্তি শৃঙ্খলা ও করোনা আবহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেলা কমিটির নিকট আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজকের সভায় দেওয়ালি মেলাকে সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন তৈরির আদেশ দেন ।উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের ঐতিহ্য বজায় রেখে দীপাবলি উৎসবের আয়োজন করার কথা গুরুত্ব সহকারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন। দীপাবলি উৎসব রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীন রূপ দেওয়ার দেওয়ার জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপের উপর জোর দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় এবার মাতাবাড়ি মেলা চত্বরে কোন দোকান করতে দেওয়া হবে না- দোকানিরা ইচ্ছা করলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ী থেকে মন্দিরের কাছাকাছি এলাকায় রাস্তার দু পাশে দোকান বা পসরা সাজিয়ে বসতে পারবেন। মেলায় কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। মেলার দিন কল্যাণ সাগরে পূর্ণাথীদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধানে উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেলায় ভীড় এড়ানোর জন্য অনুরোধ লাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে মায়ের দর্শন ও পূজো দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।প্রতিদিন পনের হাজার দর্শনার্থী পূজো দিতে পারবেন । মন্দির কতৃর্পক্ষ মাস্ক ও সেনিটাইজেশানের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। এছাড়া অন লাইনে মায়ের আশীর্বাদ পাওয়ার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেওয়ালী উৎসব আমাদের সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত-তাই এই উৎসবে দর্শনার্থীদের মায়ের দর্শন ও পূজো দেওয়ায় বাধা দেওয়া ঠিক হবে না বলেও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অভিমত ব্যক্ত করেন। এবারের মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগরেরন্ড মঙ্গল আরতিও সামাজিক দূরত্ব মেনেই করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সমস্ত কিছুতেই করোনা বিধি নিষেধ মেনেই করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। আমাদের দেশ অনেক বড়। এদেশে যেমন নানা রকম খাদ্যাভাস রয়েছে। তেমনি রয়েছে সাংস্ক'তিক বৈচিত্র্য। এই সাংস্ক'তিক বৈচিত্র্য আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। এটাই আমাদের দেশের ঐতিহ্য। আজ খুমুলুঙের নুয়াই অডিটোরিয়ামে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস এবং পুলিশ শহীদ দিবস উপলক্ষে সিআরপিএফ'র ত্রিপুরা সেক্টর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সারা দেশ জড়েই রাষ্ট্রের কল্যাণে সিআরপিএফ জওয়ানগণ বুক চিতিয়ে লড়াই করছেন। দেশের কল্যাণের প্রশে সিআরপিএফ কখনও আপোস করে না। এটা বার বার সিআরপিএফ জওয়ানগণ প্রমাণ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর মতো দূরদর্শী নেত'ত্বের ফলেই জওয়ানদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর কিংবা ছত্তিসগড়ের বিভিন্ন নকশাল অধ্যষিত এলাকায় সহিংসা দমনে সিআরপিএফ'র ডাক পড়ে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সুদক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের ৫৬৫টি ছোট ছোট রাজ্যকে বিনা রক্তপাতে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছিলেন। আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। দেশজড়ে এই দিনটি একতা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই একতা দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন। সিআরপিএফ জওয়ানদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশেই কোভিড পরিস্থিতিতে সিআরপিএফ জওয়ানগণ প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের জীবন দেশের জন্য জরুরি। জনহিতকর কাজে সিআরপিএফ'র ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আসন্ন দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান, পুলিশ বাহিনী সহ সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সিআরপিএফ'র ত্রিপুরা সেক্টরের আই জি সতপাল রাউত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যদের সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে মারক উপহার দেওয়া হয়। সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে মামিতা, হজাগিরি সহ বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সিআরপিএফ'র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিল্পীদের মারক উপহার প্রদান করা হয়।

নিম্নচাপের ফলে রাজ্যে বৃষ্টিপাত, বিভিন্ন স্থানে জলমগ্ন, ফসলের ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে গতকাল রাতে এবং আজ সকালে ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। উত্তরাংশে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধাবিত হবে এই নিম্নচাপ আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায়। ১লা নভেম্বর রাজ্যের অনেক জায়গায় হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ৪ নভেম্বর থেকে রাতে তাপমাত্র কমতে থাকবে এবং শীত অনুভূত হবে।

এদিকে, শুক্রবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় বিশালগড়ে ।জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিশালগড়ের বেশ কয়েকটি অঞ্চল। বিশালগড় পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ড আমবাগান এবং ১২ নং ওয়ার্ড রাউৎখলা এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে নদীর জল প্রবেশ করতে থাকে শনিবার দুপুর থেকে। নদীর পাড়ে বসবাসকারী পরিবারগুলি আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন কারণ যেকোন সময়ে নদীর জল ফুলে বাড়ি ঘরে প্রবেশ করতে পারে। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিজয় নদীর জল প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে জানা যায়।

শুক্রবার রাতের প্রবল বৃষ্টিতে বিশালগড় মহাকুমার এর শতশত কানি জমির সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলর সুশান্ত দেব শনিবার সকাল থেকেই এলাকার প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। এবং এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে কোন পরিস্থিতিতে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত কাউন্সিলর। কাউন্সিলর তথা মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন নদীর জল যদি বাড়ি ঘরে প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনটি অঙ্গনারী স্কুল শরণার্থী শিবিরের জন্য বাছাই করে রাখা হয়েছে। বিশালগড় মহকুমা এর রাউৎ খলা, গোপিনগর ,নদী লাখ, নোয়াপাড়া, কে কে নগর, শিবনগর, লাল সিং মুড়া, গোলাঘাটী, চরিলাম, প্রভৃতি এলাকায় সবজি ক্ষেত দারুণভাবে ক্ষতির শিকার হয়। গত দুইদিন ধরে সামান্য ঝিরঝির বৃষ্টি হলেও শুক্রবার রাতে প্রচন্ড মুষলধারে কয়েক ঘন্টার বৃষ্টির ফলে সবজি চাষিদের মাথায় হাত পড়ে।

এমনিতেই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজির বাজারে আগুন। যে কোন সবজির দাম আকাশছোঁয়া। বিশালগড় সহ রাজধানীর একটা ভালো অংশের সবজির যোগান দেয় বিশালগড় মহকুমা সবজি চাষিরা। সবজি চাষীদের বক্তব্য প্রত্যেকবারই বন্যার জলে সবজি ক্ষেতের ক্ষতি হলে নেতারা ছুটে এসেছে সান্ত্বনা দিয়ে যায় তৎসঙ্গে লোভ দেখিয়ে যায় খাতায় নাম লিখে নিয়ে যায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে ঠুঁসঠাস। আজও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কোন সাহায্য পায় না। নেতাদের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেয় স্থানীয় কৃষকরা।

এক রাতের বৃষ্টিতে রাঙ্গাপানিয়া নদীর দুপাশে থাকা সবজি ক্ষেত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শনিবার গভীর রাতে এক পশলা বৃষ্টিতে রাঙ্গাপানি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর জলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নদীর দুপাশে থাকা কৃষকদের সবজি ক্ষেত। চরিলামের থালা ভাঙ্গা, বালুয়া ছড়ি, চেচুড়ী মাই, দক্ষিণ চরিলাম এলাকার রাঙ্গাপানিয়া নদীর দুপাশে থাকা সবজির ক্ষেতে জল জমে গিয়েছে। যার ফলে চিন্তিত কৃষকরা। লাউ ক্ষেত, কাঁচা লঙ্কার ক্ষেত, কচু, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, বেগুন ইত্যাদি ক্ষেত জল মগ্ন হয়ে গেছে। ফলে সবজি গাছের গোঁড়া গুলি পচে যেতে পারে বলে কৃষকরা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। সবেমাত্র কৃষকরা লাউ বাজারে তুলতে শুরু করেছে। ভালো দাম পাচ্ছে লাওয়ের। একটি লাউ ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে বিক্রি করছে কৃষকরা। আচমকা বৃষ্টির ফলে বর্তমানে মাথায় হাত লাউ চাষিদের। জল অতিদ্রুত জমি থেকে যদি না নামে তাহলে সবজি ক্ষেত পচে যাবে।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে টুম্পার মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ঘটনাস্থলে বিলোনিয়া থানার পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশি করে উদ্ধার হয়েছে। সবগুলি বিস্কুট ব্ল্যাকটেপ দিয়ে মোড়ানো ছিল। তিনি জানান, নিকেশ তার অপরাধ স্বীকার করেছেন। তবে এর পেছনে অন্য কেউ জড়িত রয়েছেন বলে স্বীকার করেননি তিনি। তাকে কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্যাটেলকেও

● প্রথম পাতার পর

প্যাটেল এবং এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী-কে একই দিনে শ্রদ্ধায় স্মরণ করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের ১৪৫ তম জন্মজয়ন্তী এবং ইন্দিরা গান্ধীর ৩৭ তম মৃত্যুদিবস। তাই তাঁদেরকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এআইসিসি-র নির্দেশে আজকের দিনটিকে কিষাণ অধিকার উদযাপন দিবস হিসেবে পালন করছে কংগ্রেস।

এ-বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেল ইনচার্জ আইনজীবী হরেকৃষ্ণ ভৌমিক বলেন, দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহমানব সর্দার বালবভাই প্যাটেলের আজ ১৪৫ তম জন্মজয়ন্তী। একইদিনে এশিয়ার মুক্তিসূর্য হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩৭ তম মৃত্যুদিবস। তাই, তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তাঁর দাবি, সমস্ত জেলা কমিটিগুলিকেও আজকের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এআইসিসি-র নির্দেশে আজকের দিনটি আমরা কিষাণ অধিকার উদযাপন দিবস হিসেবে পালন করছি। আগামীকাল থেকে সাতদিন ধরে এরই অঙ্গ হিসেবে গণঅবস্থান এবং উপবাস পালন করা হবে। তাঁর বক্তব্য, সংসদে কৃষক বিরোধী বিল পাস করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরই প্রতিবাদে কিষাণ অধিকার উদযাপন দিবস পালন করছে কংগ্রেস।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আটক করার চেষ্টা করে স্থানীয় যুবকরা ।হলেও অপর এক যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আটক যুবককে গণধোলাই দেয় স্থানীয় যুবকরা। তাতে সে জখম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ শুভঙ্কর দাস নামে ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের কাজ কর্মে লিপ্ত রয়েছে। তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করার জন্য এলাকাবাসীর উৎপেতে বসে ছিলেন। লক্ষ্মী পূজার গভীর রাতে তাকে হাতে নাতে ধরতে সক্ষম হয়েছে এলাকাবাসী।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০১৪ সালে তাঁর জন্মদিনেই দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঐক্যের জন্য দৌড় কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি কূটনীতিক কৌশলের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের ৫৬৫টি রাজন্যশাসিত ছোট ছোট প্রদেশগুলিকে বিনাযুদ্ধে ভারতের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করেছিলেন। আজও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের রণনীতি ও রণকৌশলকে পাথেয় করে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক স্থিতি আলাদা হলেও সমস্ত ভারতবাসী একই ঐক্যসূত্রে বাঁধা। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যের উপরই ভারতবর্ষ আজও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশের সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী এবং সমস্ত দেশবাসী মিলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ দফতরের প্রধানসচিব বিকে সাহু, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং এবং পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে বদ্ধপরিকর। তারই অঙ্গ হিসেবে জয়ন্তী ব্লক দ্রুত চালু করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীরা উন্নতমানের চিকিৎসার সুফল পাবেন।

এ-বিষয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ঘোষণা অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর করোনা চিকিৎসায় জয়ন্তী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। আগামী সোমবার থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের ওই ওয়ার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এনটিএইচ এক এবং দুই নম্বর ভবনটি অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ওই ভবনে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। তাতে করোনা ছাড়াও অন্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা নিতে পারবেন।

পুকুরে

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে আসতে দেরি হলে বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হয় এরপর পুকুরের দিকে গিয়ে দেখে পুকুরের জলে পড়ে রয়েছে বলরাম। জানা যায় পুকুর পাড়ে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো ছিল, হয়তো ওই তার রাতে পুকুরের পাড়ে ছিল তার এর সংস্পর্শে আসতে পুকুরের জলে তড়িৎ আহত হয় বলরাম। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ির লোক জন মিলে বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। দুটি ক্ষেত্রেই মৃতদেহ উদ্ধার করেছে শিলাছড়ি থানার পুলিশ। এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই ।পরপর দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ।অবিলম্বে দুটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পরন

চাইল্ড রাইট কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ জেলাশাসকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন ।অভিযোগ অভিযোগ এলাকায় ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে না ।এ ধরনের সংবাদে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন চাইল্ড রাইট কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ ।তিনি বলেন এ ধরনের অপরাধ জনিত ঘটনায় জড়িত কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিল্পাঞ্চল

তিনের পাতার পর

পাশাপাশি লকগেটগুলির সেরকম নজরদারি, দেখভাল হয়নি। মাঝে মধ্যে চ্যানেল গুলিতে তেল মোবিল ছাড়া কিছুই দেওয়া হয়নি। ফলে গত ৬৫ বছর ধরে লকগেট গুলি জলে থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার দরুন একের পর এক লকগেট জলের চাপে ভেঙে পড়ছে। বাঁকুড়ার সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন,' ব্যারেজ রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব রাজ্য সরকার। রক্ষনাবেক্ষন ঠিকমতো হচ্ছে না এবং রাজ্য সরকারের ব্যার্থতার এটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরন।'
দুর্গাপুর সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত দাস অবশ্য বলেন,' যুদ্ধকালিন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। জলশূণ্য হওয়ার পর ৩১ নং লকগেটটি আপতত সিল করে জলপুর্ন করা হবে। তাতে প্রায় ৪৮ ঘন্টা সময় লাগবে। তারপর নতুন করে লকগেট বসানোর কাজ হবে।' এদিকে ৪৮ ঘন্টা জল মজুত রাখার ক্ষমতা পুরসভার নেই। ফলে শিল্পাঞ্চল ও শহরবাসী চরম জলসঙ্কটের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র পরিষদ (জল) পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান,' জল মজুত যা আছে তাতে রবিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তারপর বিকল্প উপায়ে দেওয়া হবে। গতবারের থেকে একটা শিক্ষা হয়েছে। তাই বিকল্প পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প কাজ চলছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ২৬ টি বোরিং করার কাজ চলছে। যার মধ্যে ১১ টি বোরিং হয়েছে। সেখান থেকে জল নিয়ে ট্যাঙ্কার মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হবে।'

টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময় দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবারপর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডি সি এম রুদ্রদ্বীপ নাথ ও উচ্চ পদস্ত কর্মীরা। সকলের উপস্তিতিতে ডগ স্কোয়াড এনে তদন্ত ক্রমে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসাহয়। অপরদিকে এই মৃত্যু সম্পর্কে মৃত জোওয়ানের পরিবারের পক্ষথেকে জানানোহয় এই ক্যাম্পের কর্তব্যরত কর্মী শিশির কুমার দাস পরিকল্পীত ভাবে মনোজ মালাকার কে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ।

পরিবারের লোকজনদের কাছথেকে জানাযায় মনোজ মালাকার বিগত দিনে বিলোনিয়ায় কর্তব্যরতছিলো বর্তমানে তাকে কিছুদিন আগে সাঁচীরামবাড়ী টি এস আর ক্যাম্পে নিয়ে আসাহয়েছে। এখানে উর উপর মানসিক অত্যাচার চালিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে হত্যা করাহয়েছে বলে পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ। পরিবারের লোকজনদের পক্ষথেকে জানানোহয় এই হত্যায় অভিযুক্ত শিশির কুমার দাসের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়েরকরাহবে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

বাড়বে

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার জেলাশাসকের সাফ কথা, করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালায় ঢিলেমি এবং উদাসীনতার কারণেই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছিল। সাথে বেড়েছিল মৃত্যুর হারও। তাই করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রেও নজরদারি চালানো হবে।

তিনি বলেন, আগামীকাল থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সাথে করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রশাসনের যৌথ দল নজরদারি চালাবে। বিধি ভঙ্গ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণের প্রতি করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন।

উপনেতার

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে রাজধানী দিল্লি সহ কোনও কোনও রাজ্যে কোভিড আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। ত্রিপুরার পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণেই উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। ফলে, শীতের মরশুমে ত্রিপুরার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এ মুহূর্তে অনুমান করতে না পারলেও মানুষের মধ্যে সঙ্গত কারণেই উদ্বেগ বৃদ্ধি হতে দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দুর্বলতা দূর করে অতি দ্রুত এর উন্নতি সাধনে অবশ্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

সে মোতাবেক তাঁর পরামর্শ, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে রাজ্য, জেলা, মহকুমা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা দরকার। এ-বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এমবিবিএস কয়েকশো বেকার ডাক্তার যখন নিয়োগের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন তখন বিভিন্ন স্তরের বেশ কয়েকশো ডাক্তারের পদ দীর্ঘ সময় ধরে শূন্য পড়ে থাকছে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতে এটা চলতে দেওয়া উচিত হবে না। অবিলম্বে সময় নষ্ট না করে অ্যাডহক পদ্ধতিতে বেকার ডাক্তারদের নিয়োগ করা দরকার বলে তিনি দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, পরবর্তী সময়ে টিপিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োজিতদের প্রথা অনুযায়ী নিয়মিত করার ব্যবস্থা করা হোক। একই পদ্ধতি পূর্বতন সরকারের সময় অনুসরণ করা হত বলে তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন। সাথে যোগ করেন, তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই পরামর্শ দিচ্ছি। পূর্বতন দীর্ঘ সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বর্তমান বিধায়ক তপন চক্রবর্তী মহাশয়ও অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছেন, বলেন তিনি।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, কিছুদিন আগে বেকার এমবিবিএস ডাক্তারদের আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে উল্লেখিত দাবিসমূহকে সমর্থন করে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বিরোধী দলনেতা সঠিকভাবেই আপনাকে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাই ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে এ-বিষয়ে অবশ্যই সদর্থক কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আলাদা আলাদাভাবে অর্থ দফতর থেকে অনুমোদন নিয়ে নার্স, প্যারামেডিক্যাল ওয়ার্কার ও মালটি পারপাস ওয়ার্কার-এর কয়েকশো পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিগত বিধানসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সেই পদ সমূহে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আজকের দিনে এ সমস্ত পদগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তাই এই পদগুলিতেও দ্রুত নিয়োগের জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

জল

● প্রথম পাতার পর

প্রায় ১৫ দিন ধরে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। জল-সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের অভাবে এলাকার মানুষজন চরম সংকটে পড়েছেন। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরে ইতিবাচক কোনো সাড়া মেলেনি।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধে শামিল হন বলে জানান ।অবিলম্বে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সমস্যা সমাধান না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অবরোধ স্থলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করে জানান অবিলম্বে এলাকায় পানীয় জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে ।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আপাতত তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন ।প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা না হলে তারা যে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তারা তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

দুঃসাহসিক চুরি

আটের পাতার পর

চুরির ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নমিতা নাথ এবং তার স্বামী কর্মসূত্রে শিলংয়ে থাকেন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসেন। অবশ্য বাড়ির পাশেই তার বাপের বাড়ি এবং ভাইয়ের বাড়ি রয়েছে। তারাই বাড়ি দেখাশোনা করতেন। বুধবার লক্ষ্মী পূজার দিন বিকেল বেলা নমীতা নাচের ভাই তাদের বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা ভাঙ্গা। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। এ ব্যাপারে পানিসাগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা যায়নি ।চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ।এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

হামলা

আটের পাতার পর

ঘটনাটি জানায় এবং এর কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ সাহা ঘটনাটির মিমাংসা না করে এলাকার কয়েকজন দাপুটে নেতাকে সঙ্গে করে নিয়ে হামলা চালায় আদিত্য নমঃ এর বাড়িতে। হামলাতে রেহাই পায়নি শিক্ষকের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এমনকি বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসা বিবাহিত কন্যা টাকেও রেহাই দেয়নি হামলাকারীরা ।শিক্ষকের বাড়ির প্রায় সকলেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ কিন্তু হামলাকারীরা তখন পালিয়ে যায়। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত পরিবার, এদিকে শিক্ষকের কন্যা গুরুতর আহত এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।দোষীদের শাস্তি এবং নিজে সুবিচার পেতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া মুল অভিযুক্তদের মধ্যে রামলাল সাহা, পিতা জহর লাল সাহা,রাকেশ সাহা পিতা জহর লাল সাহা, বাপন দাস পিতা স্বপন দাস,রাকেশ সাহা ওরফে চানু পিতা নিখিল সাহা, এবং উওম দেবনাথ পিতা চিত্তরঞ্জন দেবনাথ এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা যায় থানা সুত্রে ।তবে ঘটনার চার পাঁচ দিন কেটে যাওয়ার পরও কিন্তু অভিযুক্তদের আটক করতে পারেনি পুলিশ। এখন দেখার বিষয় শিক্ষক ও ওনার পরিবার বিনা দোষে আক্রান্ত হওয়ার সুবিচার পায় কিনা তা নিয়ে জনমহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

াঙ্গন

করোনাকে হারানো রোনালদো কাল মাঠে নামবেন ?

পর্তুগালের হয়ে খেলতে গিয়েই ঝামেলাটা বাঁধিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। করোনা পজিটিভ হয়ে ফিরেছিলেন তুরিনে। সাধারণত কারও শরীর করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই জিতে গেলে দিন পনেরোর মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। রোনালদোর মতো ফিট একজন খেলোয়াড়ও সুস্থ হবেনএমনটা অনুমিত ছিল।

অবশেষে অনুমান সত্যি করে কাল এসেছে সুখবর। জুভেন্টাস নিশ্চিত করেছে, রোনালদো করোনামুক্ত হয়েছেন। সেটি শোনার পর থেকেই এখন রোনালদোভক্তদের অন্য অপেক্ষা শুরু হয়েছে, আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় লিগে স্পেৎসিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে খেলবেন রোনালদো ?

এ কয়দিন রোনালদো যে সব ম্যাচে খেলতে নামেননি সেসব ম্যাচ নিয়ে ফুটবলভক্তদের তেমন কোনো চিন্তা ছিল না। চিন্তা হোক বা হতাশা হোক, তা ছিল শুধু একটা ম্যাচ ঘিরেই। এর মধ্যেই যে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে রোনালদোর জুভেন্টাস আর মেসির বার্সেলোনার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল !

রোনালদো রিয়াল ছেড়ে জুভেন্টাসে আসার পর থেকেই বিশ্ব ফুটবলের এই দুই মহারথীর আর দেখা হয় না ফুটবল মাঠে। এবার সম্ভাবনা তৈরি হলেও বেরসিক করোনাভাইরাস দূরে ঠেলে রেখেছিল রোনালদোকে। রোনালদোকে ছাড়াই তাই মাঠে নামতে হয় তুরিনের বুড়িদের। দুদিন আগে রোনালদোহীন জুভেন্টাস মেসির বার্সার কাছে হেরে বসে ২-০ গোলে।

আর সেই ম্যাচ শেষের ঠিক পরদিনই ঘোষণা এল, করোনা নেগেটিভ হয়েছেন রোনালদো। ফুটবলভক্তরা তাই মাথা কুটে করোনাকে বলতেই পারেন, 'আর দুটি দিন আগে গেলি না কেন ?'মেসির বিপক্ষে নামতে হলে ম্যাচ শুরুর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে করোনা পরীক্ষায় উতরাতে হতো রোনালদোর। সেটি হয়নি। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই আবারও রোনালদোর পিসিআর পরীক্ষা করা হয়। আর সে পরীক্ষাতেই আসে সুসংবাদ। জানা যায়, রোনালদো এখন করোনামুক্ত।সেই ১২ অক্টোবর থেকে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারছেন না রোনালদো। একাই অনুশীলন করে নিজেকে ফিট রাখছেন। নেগেটিভ হওয়ার ফলে এখন আবার দলগত অনুশীলন শুরু করতে পারবেন এই পর্তুগিজ তারকা।কিন্তু করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের পর তাঁর শরীর ম্যাচে নেমে যাওয়ার মতো ফিট আছে ? আগামীকাল স্পেৎসিয়ার বিপক্ষে জুভেন্টাসের ম্যাচের আগে আজ এ প্রশ্নটা হয়েছে জুভ কোচ আন্দ্রেয়া পিরলোর সংবাদ সম্মেলনেও। পিরলোর কথা অবশ্য খুব একটা আশা জাগায় না, 'দ্বিতীয় সোয়াব পরীক্ষায় ওর নেগেটিভ এসেছে। আজকে সকালে ও ব্যক্তিগত অনুশীলন শুরু করেছে।'তবে পিরলো একটু সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখলেন। শুধু একাদশে রোনালদো থাকবেন না নিশ্চিত করেছেন, 'ও দলের সঙ্গে থাকবে। আমার মনে হয় না ওকে শুরু থেকে খেলাতে পারব।' তার মানে বদলি হিসেবে নামার সম্ভাবনা আছে রোনালদোর ? হয়তো ! তবে পিরলো কিছু নিশ্চিত করেননি। শুধু তাত্ত্বিক কথাগুলোই বললেন জুভ কোচ, 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ওকে দলে পাওয়া। ও এতদিন বাড়িতে অনুশীলন করে গেছে। ও আমাদের সঙ্গে থাকাটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'রোনালদোকে পাওয়া জুভেন্টাসের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে সংশয় সামান্যই। রোনালদো করোনা পজিটিভ হওয়ার পর থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে জুভেন্টাস। সিরি আ-তে টানা দুই ম্যাচ ড্র করেছে, দুটিই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ক্রোতোনে ও হেল্লাস ভেরোনার বিপক্ষে। লিগে ৫ ম্যাচ শেষে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে ছিল জুভেন্টাস, শীর্ষে থাকা এসি মিলানের পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৩। ওদিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে তো হেরেই বসেছে। রোনালদো ফেরার পর এখন যেন আক্রমণভাগে আবারও সেই আগের ফর্ম ফিরে আসে, এটাই এখন জুভেন্টাসভক্তদের কামনা।

দিল্লির অপেক্ষা বাড়িয়ে কোয়ালিফায়ারে মুম্বাই

দুবাইয়ে আজ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে হারাতে পারলেই শেষ চার নিশ্চিত হয়ে যেত দিল্লি ক্যাপিটালসের। তা তো হয়নি, উল্টো মুম্বাইয়ের কাছে ৯ উইকেটে হেরে অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলে গেছে তাদের শেষ চার খেলার সম্ভাবনা। অন্যদিকে আগেই শেষ চার নিশ্চিত করা মুম্বাই আজকের জয়ে নিশ্চিত করে ফেলল শীর্ষ দুইয়ে থেকে কোয়ালিফায়ার খেলাও। ১৩ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট দলটির। ১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে থাকা দিল্লি ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে জিততেই অবশ্য নিশ্চিত করে ফেলবে প্লেঅফ খেলা। তবে হেরে গেলে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য সব ম্যাচের ফলের দিকে।এই আইপিএলে টানা দুই সেঞ্চুরি করা শিখর ধাওয়ান আজ ফিরেছেন শূন্য রানে। দিল্লির ওপেনিং জুটি ভেঙেছে স্কোরবোর্ডে ১ রান যোগ না হতেই। মুম্বাইয়ের পেস বোলিং আক্রমণের সামনে দিশেহারা দিল্লি ১৫ রানে হারিয়েছে আরেক ওপেনার পৃথ্বী শকেও (১০)। শ্রেয়াস আইয়ার আর ঋষভ পন্তের তৃতীয় উইকেটে যোগ করা ৩৫ রানের জুটিটা যেন দিল্লির 'মিছে আশা'! আয়ার ২৯ বলে ২৫ আর পন্ত ২৪ বলে ২১ রান করে আউট হতেই দিল্লির ভেঙে পড়াটা ছিল সময়ের ব্যাপার। মিডল অর্ডার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। লোয়ার মিডল অর্ডারও স্কোরটা হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেনি। লেজের ব্যাটসম্যানরা সেখানে আর কীই করতে পারবেন !খুঁড়িয়ে চলা দিল্লি শেষ পর্যন্ত অলআউট হয়নি। ২০ ওভার শেষে ৯ উইকেটে তাদের স্কোর দাঁড়ায় ১১০ রান। মুম্বাইয়ের ট্রেন্ট বোল্ট ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। যশপ্রীত বুমরা তো আরও দুর্দান্ত১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বাকিরাও করেছেন কিপটে বোলিং।১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা।১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা।ছবি: আইপিএল ১১১ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা মুম্বাইয়ের ওপেনাররা হয়তো ভেবেছেন, এ আর কী কঠিন!

হ্যাজার্ড ফিরতেই দেখা মিলল দুর্দান্ত রিয়ালের

প্রথম ৩০-৩৫ মিনিট দেখে মনে হচ্ছিল, এডেন হ্যাজার্ড ফেরার পরও বুঝি রিয়াল মাদ্রিদের ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে! তখনো খেলায় গতিতে-ছন্দে রিয়ালকে অচেনা লাগছিল। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল দখলের লড়াইয়ে তাড়নাও মনে হচ্ছিল কম !এসব দেখেই কি না, ম্যাচ বদলে দেওয়ার দায়িত্বটা নিজের হাতেই নিয়ে নিয়েছেন হ্যাজার্ড। পায়ের চোট কাটিয়ে লিগে আজই প্রথম রিয়ালের জার্সিতে মাঠে নেমেছেন বেলজিয়ান প্লেমেকার। ৪০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর গোলার মতো শটেই এগিয়ে যায় রিয়াল। ছন্দেও ফেরে সেই গোলের পরই। সঙ্গে করিম বেনজেমার জোড়া গোল মিলিয়ে নিজেদের মাঠে আজ উয়েস্কার বিপক্ষে ম্যাচটাতে শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলের অনায়াস জয়ই পেয়েছে জিনেদিন জিদানের দল।

জয়ের ব্যবধানের পাশাপাশি যে দিকটি জিদানকে বেশি তৃপ্ত করবে, সেটি হলো, হ্যাজার্ডের গোলের পর থেকে বাকিটা সময় রিয়াল খেলেছেও দারুণ! এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত যেটি খুব একটা দেখা যায়নি। আর রিয়াল ভক্তদের খুশি করবে এই তথ্যটি যে, রিয়ালের এই ছন্দে ফেরায় বড় অবদান হ্যাজার্ডেরই। চোটমুক্ত থাকতে পারলে ২৯ বছর বয়সী বেলজিয়ান কী করবেন, সেই কল্পনায় রিয়াল ভক্তমন খুশি হতেই পারে। ম্যাচটা রিয়াল অধিনায়ক সের্হিও রামোসের জন্য ছিল বিশেষস্প্যানিশ লিগে এটি ছিল রামোসের ৫০০তম ম্যাচ। এর মধ্যে ৩৯টি তাঁর প্রথম ক্লাব সেভিয়ার হয়ে, বাকিগুলো রিয়ালের জার্সিতে। ম্যাচে একটি গোল পেলে উপলক্ষটা আরও দারুণই হতো রামোসের, রিয়ালের জার্সিতে ১০০ গোলের মাইলফলকও ছোঁয়া হয়ে যেত তাঁর। কিন্তু তা না হোক, দল যেভাবে ছন্দে ফিরেছে, অধিনায়ক হিসেবে তাতেই তৃপ্ত হওয়ার কথা রামোসেরও।

করোনার কারণে দেরিতে শুরু হওয়া মৌসুমে প্রতি তিন দিন পরপরই মাঠে নামতে হচ্ছে দলগুলোকে। কখনো লিগ, তো কখনো চ্যাম্পিয়নস লিগ। আগামী মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের মাঠে আন্তোনিও কন্তের ইন্টার মিলানকে স্বাগত জানাবে রিয়াল। সে কারণে এই ম্যাচের দলে জিদান অনেক অদলবদল করবেন, তা অনুমিতই ছিল।

রক্ষণে রাফায়েল ভারানকে খেলাননি জিদান। মাঝমাঠে বদল বলতে টনি ক্রুসকে একাদশে রাখেননি জিদান, কাসেমিরোকে ৭০ মিনিটের মতো খেলিয়ে তাঁর বদলেই ক্রুসকে নামিয়েছেন। ফেদেরিকো ভালভের্দেকে তুলে ইসকোকেও নামিয়েছেন ৬০ মিনিট পর। চোট কাটিয়ে ফেরা হ্যাজার্ডকেও তুলে নিয়েছেন ৬০ মিনিট পর। একই সঙ্গে তুলে নিয়েছেন মার্কো আসেনসিওকেও। রক্ষণে লেফটব্যাক ফারলাঁ মেন্দিকে প্রথমার্ধে খেলাননি, নামিয়েছেন ৫২ মিনিটে। স্প্যানিশ লিগে পাঁচ বদলি থাকায় বেশ সুবিধাই হলো জিদানের !

গোলপোস্টে কোর্তোয়া, রক্ষণে রামোসের সঙ্গে এদের মিলিতাও, রাইটব্যাকে লুকাস ভাসকেজ, লেফটব্যাকে মার্সেলো, মাঝমাঠে কাসেমিরোর সঙ্গে মদরিচ ও ভালভের্দে, আক্রমণে হ্যাজার্ডের সঙ্গে বেনজেমা ও আসেনসিওএ-ই ছিল জিদানের একাদশ। কিন্তু ম্যাচের শুরুটা বেশ আলসে ভঙ্গিতেই হয়েছে রিয়ালের। হয়তো গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগছিল। এ সময়টাতে উয়েস্কার তরুণ প্রতিভাবান ফরোয়ার্ড রাফা মির বেশ ভুগিয়েছেন রিয়ালকে। কিন্তু ৪০ মিনিটে হ্যাজার্ডের গোলের পরই দৃশ্যপটে পুরোপুরি বদল।

চোট কাটিয়ে গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে মৌসুমে প্রথমবার মাঠে নেমেছেন হ্যাজার্ড। একাদশে নামা এই প্রথম। ৪০ মিনিটে তাঁর গোলটি বুঝিয়ে গেল, চোট মোটেও মরচে ধরাতে পারেনি হ্যাজার্ডের ঝলকে। রক্ষণ থেকে মিলিতাওয়ের পাস এল তাঁর দিকে। তারপর বলে এক, দুই, তিন স্পর্শ হ্যাজার্ডের। ফল ? গোল !

মিলিতাওয়ের পাস ধরতে ধরতেই শরীরের মোচড়ে পেরিয়ে গেলেন এক উয়েস্কা খেলোয়াড়কে। তারপর বলে একটা স্পর্শে একটু জায়গা করে নিলেন, তখনো উয়েস্কার গোলপোস্ট থেকে ২৮ মিটার দূরে হ্যাজার্ড। কিন্তু সেখান থেকেই বাঁ পায়ের শট হ্যাজার্ডের। শট না বলে গোলা বলা ভালো! উয়েস্কা গোলকিপারের কিছুই করার ছিল না! ৩৯২ দিন পর রিয়ালের জার্সিতে গোল পেলেন হ্যাজার্ড। ২০১৯ সালের অক্টোবরে লিগে গ্রানাদার বিপক্ষে আগের গোলটি পেয়েছিলেন হ্যাজার্ড, সেটি ছিল রিয়ালের জার্সিতে তাঁর প্রথম গোল। আজকের গোলটি রিয়ালে ২৪ ম্যাচে তাঁর দ্বিতীয় !বিরতিতে যাওয়ার আগে রিয়ালে আবার গোলের উচ্ছ্বাস! এবার বেনজেমার ঝলক। ডানদিক থেকে লুকাস ভাসকেজের ক্রস বুকে রিসিভ করতে করতেই ঘুরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে ছিটকে ফেললেন ফরাসি স্ট্রাইকার, এরপর বাঁ পায়ের ভলিতে বল জালে।

দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাজার্ড মাঠ ছাড়ার আগ পর্যন্ত রিয়ালের সব আক্রমণের প্রাণ হয়েই ছিলেন। ওই সময়টাতে যেভাবে 'ওয়ান-টাচ' ফুটবল খেলছিল রিয়াল, গত মৌসুমে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সময়টার কথা মনে পড়ছিল হয়তো অনেকের। সে সময় চোটে পড়ার আগে হ্যাজার্ড দারুণ খেলছিলেন, রিয়ালও তখন মুগ্ধ করেছে ওয়ান-টাচ ফুটবলে।

আজ সেরকমই কিছুর দেখা মিলছিল। ৫৪ মিনিটে রিয়ালের তৃতীয় গোলটি এল সেই দারুণ ফুটবলের পুরস্কার হয়েই। মাঝমাঠ থেকে ওয়ান-টু খেলে হ্যাজার্ড-বেনজেমারা বল নিয়ে আসেন উয়েস্কা বক্সে। সেখান থেকে বেনজেমার ক্রস পায়ে নিয়ে দারুণ শটে গোল রিয়াল মিডফিল্ডার ফেদেরিকো ভালভের্দের।এরপর হ্যাজার্ড উঠে গেলেও ইসকো দারুণ ঝলক দেখিয়েছেন, গতির ঝলক দেখিয়েছেন ভিনিসিয়ুস-রদ্রিগোরা। রিয়ালের ফুটবলেও দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে তাই প্রাণ থাকল। মাঝে ৭৪ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে গোল করেন উয়েস্কার দাভিদ ফেরেইরো, রাফা মিরও দুটি সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি রিয়ালের চিন্তার কারণ হতে পারেনি। ৯০ মিনিটে আবার বেনজেমা গোল করে দারুণ ম্যাচটিতে রিয়ালকে স্বস্তি এনে দেন। রিয়ালের হয়ে একাদশে ছিলেনসব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে এমন সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে ১৩ গোলে অবদান বেনজেমার। গোল করেছেন ৯টি, করিয়েছেন ৪টি।এ জয়ে ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ২টায় আলাভেসের মাঠে নামতে যাওয়া বার্সেলোনার ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ৭।

বিতর্ক থামাতে রোহিতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে ভারতীয় বোর্ড

ভারতীয় ক্রিকেটে বোর্ড মহাবিপদেই পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে তারা গত ২৬ অক্টোবর। তিন সংস্করণের ৩২ জনের স্কোয়াডে নেই সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁকে বাদ দেওয়ার মতো দুঃসাহস দেখায়নি বোর্ড। কিন্তু গত ১৮ অক্টোবর আইপিএলের ম্যাচে পাওয়া চোটের কারণে তাঁকে দলে রাখেননি নির্বাচকেরা। কিন্তু একেবারে বাতিলের খাতায়ও ফেলে দেওয়া হয়নি। তাঁকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হবে সেটা জানিয়েছিল বিসিসিআই।

বিসিসিআইয়ের পর্যবেক্ষণের খবরেও সমর্থকদের মন ভরেনি। ভারতের দল ঘোষণার পরপরই মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের টুইটে দেখা গেছে নেটে অনুশীলন করতে নেমে গেছেন রোহিত। এক মাস পর যে সিরিজ শুরু হবে, সে সফরের দলে এত আগ থেকেই একজনকে কেন বাদ দিতে হবেসে যুক্তিটা বুঝছেন না সাবেক ক্রিকেটাররাও। বিতর্ক আরও জটিল হওয়ার আগেই তাই সতর্ক হয়ে গেছে বোর্ড। আগামীকাল রোববার বোর্ডের চিকিৎসক দল রোহিত শর্মার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত জানাবে। একদিকে রোহিত দলে ডাক পাওয়ার মতো ফিট নন বলে জানানো হচ্ছে, ওদিকে নেটে চার-ছক্কা মারছেন রোহিত। ভারতীয় সমর্থকদের হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

সন্ধ্যান চাই

Ref. MNB PS GDE No. 21 Dated 15/10/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুস্মিতা দেবনাথ যার আনুমানিক বয়স ২৫ বৎসর, স্বামী - শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ দাস, সাং-উত্তর ভুরাতলী, থানা - মনুবাজার, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা, চুল- কালো ও লম্বা, পরাছিল শাড়ী, সাথে তাহার মেয়ে যার নাম পরিধী দেবনাথ, বয়স ৪ বৎসর, উচ্চতা - ২ ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা। গত ১৩-১০-২০২০(ইং) সকাল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে ও তাহার মেয়েকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলা ও তাহার মেয়ের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোনঃ ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
২) মনুবাজার থানাঃ ৯৮৬২২৩৬০৯০

ICA/D-769/2020-21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

Press Notice Inviting Tender No.:- F.No.22(1)/Account General/MS/DH/DMR/Short Quotation/ 2020 Dated:29/10/2020

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Date of publication dated	Last Date and Time for Document Downloading and Bidding	Time & Date of opening of Bid	Class of Bidder
01	Procurement of articles and refilling contract of B type oxygen cylinders for a period of 6(six)months for COVID-19 Isolation Ward/ICU in the District Hospital Dharmanagar, North Tripura.	Rs.16,81,035/-	NIL	29.10.2020	04.11.2020	05.11.2020 if possible	Appropriate Class

The detail of notice is posted r n the website of www.northtripura.gov.in, www.tenders.gov.in www.tripura.gov.in. and www.eprocure.gov.in
All other necessary information can be seen in the District Hospital Dharmanagar, North Tripura in office hours.
ICA/C-1966/2020-21

Medical Superintendent
District Hospital,Dharmanagar
NorthVtripura.

উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নে দ্বাদশে অষ্টম স্থানে এল পারমিতা দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় ২০২০ সালের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে অষ্টম স্থান দখল করে নিলো রাজনগরের মেয়ে পারমিতা দাস। পারমিতার বাবা পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক, এই বছর বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় ৪৫৮ নম্বর পেয়ে কলা বিভাগের, প্রথম বিভাগে উত্তির্ন হয়েছিল পারমিতা দাস। সম্প্রতি তার উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়নের পর মেধা তালিকায় তার নাম উঠে আসে, এবং প্রথম দশের মধ্যে সেল্ফ ইন্সফেকশনে ৪৬১ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান অর্জন করে নিলো পারমিতা।পারমিতার সাফল্যের খবর পেয়ে আজ সকালে রাজনগরে তার বাড়িতে বাড়ীতে ছুটে যান দক্ষিণ জেলার সভাপতি তথা সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায়। পারমিতাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিধায়ক শংকর রায় বলেন রাজনগর সহ গোটা দক্ষিণ জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছ পারমিতা দাস, সামনের দিনে আরো ভালো ফলাফল করে এগিয়ে যেতে হবে। পারমিতার সাফল্যে খুশি গোটা রাজনগর সহ দক্ষিণ জেলাবাসী।ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছিল পারমিতা, পড়াশোনার পাশাপাশি সে নাচ-গান করতো। আজ সভাপতি শংকর রায়ের সাথে পারমিতার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রাজনগরের বিজেপি মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার এবং মন্ডল নেতৃত্ব শ্যামল মজুমদার সহ স্থানীয় অন্যান্য নেতৃত্বরা।

লেফুঙ্গায় মহিলার গলার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। আগরতলা মোহনপুর সড়কের লেফুঙ্গা থানা এলাকার এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। ঘটনাস্থল বাটি ফটিকছড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকা। মহিলার নাম মমতা দাস। বাড়ি খোয়াই। চাকরি সূত্রে স্বামী-স্ত্রী আগরতলায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। লক্ষী পূজা উপলক্ষে শুক্রবার বাইকে করে তারা খোয়াই মোহনপুর সড়ক ধরে খোয়াই নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন।লেফুঙ্গা থানা এলাকার বাটি ফটিকছড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছলে পেছন দিক থেকে একটি স্কুটি আসে। স্কুটিতে দুজন ছিল। পেছন দিক থেকে এসে মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে দ্রুত পালিয়ে যায় তারা। মহিলার স্বামীর তপন দাস তাদের আটকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ফটিকছড়ি বাজারে গিয়ে বিষয়টি স্থানীয় লোকজন জানান তারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ছুটে আসে। কিন্তু ছিনতাইকারীদের আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।বিশেষ করে আগরতলা মোহনপুর সড়ক ধরে যারা খোয়াই কিংবা অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করেন তাদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই সড়কপথে পুলিশের টহলদারি বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

পানীসাগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানা এলাকার জলেবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বড়বাড়ি এলাকায় দুঃসাহসিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাংবাদিকতা শুধুমাত্র পেশা নয় অনেক বড় মিশনও : আর কে সিন

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সাংবাদিকতা শুধুমাত্র পেশা নয়, অনেক বড় মিশনও। যাঁরা সাংবাদিকতাকে শুধুমাত্র পেশা অথবা কাজ মনে করবেন তাঁরা কখনও আত্মতুষ্টি পাবেন না। এমনই অভিমত বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী বালেশ্বর আগরওয়ালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগ পরিষদ এবং বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দি সাংবাদিকতায় শ্রীবালেশ্বরের ভূমিকা' এবং 'সোশ্যাল মিডিয়া যুগে সাংবাদিকতা : সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ'। এই আলোচনা সভায় বিশিষ্ট কলামিস্ট তথা প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা শ্রী বালেশ্বর আগরওয়ালের সঙ্গে কাটানো বহু পুরানো সময়ের স্মৃতিচারণ করেন। ভবিষ্যতের প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ভবিষ্যতে যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় আসবেন, তাঁদের বুঝতে হবে সাংবাদিকতা শুধুমাত্র পেশা অথবা কাজ নয়, তার থেকেও বেশি। অনেক বড় মিশনও, যাঁরা শুধু কাজ মনে করেন তাঁরা কখনও আত্মতুষ্টি পাবেন না।'' এদিন বালেশ্বরজির স্মৃতিচারণা করে প্রবীণ সাংবাদিক রামবাহাদুর রায় বলেন, ''বালেশ্বরজিকে আমি যখন একজন সাংবাদিক হিসেবে স্মরণ করি, আমার মনে হয় তিনি সাংবাদিকতার পূর্ণ অবতার ছিলেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও দেশ নির্মাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। প্রায় ৪ দশক ধরে হিন্দুস্থান সমাচার-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক ছিলেন বালেশ্বরজি।'' এই আলোচনা সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিক আদিত্য রাজ কৌউল বলেন, ''আমার মতে সাংবাদিকতায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক উপলব্ধি এসেছে, কঠিনও হয়েছে। বালেশ্বর আগরওয়াল যখন কাজ করতেন তখন অনেক প্রতিকূলতা ছিল, তা সত্ত্বেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতায় অবদান রেখেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সকলকে এখন এক সুতোয় বেঁধেছে, কিন্তু মানসিকতা এখনও মনে হয় নেতিবাচক।'' আলোচনা সভায় জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫ এ ধারা রদ পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন আদিত্য রাজ কৌউল। আলোচনা সভায় আরও যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান অরবিন্দ মার্ডিকর, অচ্যুতানন্দ মিশ্র, অশোক ট্যান্ডন, অলোক মেহতা, তরুণ বিজয়, স্বাতী গোয়েল প্রমুখ।

গর্জিতে নিখোঁজ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। গোমতী জেলার উদয়পুরের গর্জি এলাকার এক গৃহবধূ বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে পরিবারের লোকজনদের জন্য কাপড় কেনার জন্য উদয়পুরে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ মহিলার নাম মায়া রানী দেববর্মা।পরিবারের তরফ থেকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর নিয়েও কোন ধরনের খোঁজখবর না পাওয়ায় উদয়পুর মহিলা থানায় এ ব্যাপারে নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত মহিলার কোন সন্ধান মিলেনি। মহিলা টাকা-পয়সা নিয়ে আত্ম গোপন করেছেন নাকি তাকে অপহরণ করা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মহিলার নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

খোয়াইয়ে দুর্ঘটনায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। খোয়াইয়ের সোনাতলার ভবতোষ পাড়ায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। বাইক দুর্ঘটনায় আহত যুবকের নাম ভবতোষ সাহা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ভবতোষ সাহা নামে ওই যুবক সোনাতলা বাজার থেকে বাইক নিয়ে বাড়িতে ফিরছিল। বাড়িতে ফেরার সময় হঠাৎ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ওই যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠান দমকল বাহিনীকে। তারপর বাহিনীর জন্য ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই যুবক খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাড়িতে সংঘবদ্ধভাবে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ অক্টোবর।। একে চুরি তার উপর আবার মাতব্বরী , জমিতে রাখা জৈব সার কাউকে কিছু না বলে নিয়ে যাওয়া এবং জমি থেকে সার কেন নিয়ে গেল জিজ্ঞাসা করাতে রাতে সংঘবদ্ধ হয়ে গোটা পরিবারের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন ভাটি লারমায় এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২৭/১০/২০২০ ইং তারিখে বিশালগড় থানাধীন ভাটিলারমা এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আদিত্য নমঃএর ভাইপোর জমি থেকে কে বা কাহারা কাউকে কিছু না বলে দু বস্তা জৈব সার নিয়ে যায় এবং পাশ্ববর্তী জমির মালিক উত্তম দেবনাথের জমিতে সারগুলি দেখতে পেয়ে আদিত্য নমঃ এর ভাইপো উত্তম দেবনাথকে সারগুলো কেন নিয়ে গেল জিজ্ঞেসা করে এবং উভয়ের মধ্যে কথা কাটা কাটি হয় কিন্তু তাতেই শেষ হয়নি, উত্তম দেবনাথ এলাকার উপপ্রধান রামকৃষ্ণ সাহাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেস ক্লাব নির্বাচনে এফডিপিএমসি-র গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। আসন্ন আগরতলা প্রেস ক্লাব নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা ফোরাম ফর ডেভলাপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি তথা এফডিপিএমসি শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছে, এই প্যানেল জয়ী হলে প্রেস ক্লাব, সাংবাদিক ও সংবাদ জগতের স্বার্থে একাধিক কর্মসূচি প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মোট ১৭ দফা প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি লিফলেটও এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রচারের আলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সাংবাদিকদের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা বিমা করা। হাউস ভিত্তিক এক্রিডিটেশন কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যে কোন সাংবাদিক গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি হলে ফোরাম পাশে থাকবে। তাছাড়া, গৃহহীন সাংবাদিকদদের আবাসনের বন্দোবস্ত করতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজকে তরান্বিত করতে ফোরাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কালী পূজা উপলক্ষে কদমতলা থানায় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ অক্টোবর।।-শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রত হয়ে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও উত্তর জেলার কদমতলা আরক্ষা দপ্তর এবং কদমতলা এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কালী পূজো।আলোর উৎসব দীপাবলি উৎসব।এই উৎসবকে সামনে রেখে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের উদ্যোগে আজ সকাল ১০ টা নাগাদ কদমতলা থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা।প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পূজা কমিটি গঠন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী শুভাশিস সেনগুপ্ত, রসময় নাথ, হীরালাল নাথ, অরুন কান্তি ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।গোটা দেশ সহ রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবারের পুজোর আয়োজন। তাই এবারের পুজো কিছুটা ব্যতিক্রমী হলেও কদমতলা থানার উদ্যোগে নব নির্মিত থানার কালী মন্দিরের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারের কালীপুজো যাত্রা।থানার সামনে এই কালী মন্দির নির্মাণ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান ওসি কৃষ্ণধন সরকার। উনি সর্বস্তরের মানুষের ও সর্বস্থরের জনসাধারণের সহযোগিতা এবং উপস্থিতি কামনা করেন।

চাম্পামুড়ায় গৃহবধূ খুনের মামলায় গ্রেপ্তার আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অপূর্ব চাম্পামুরা গৃহবধূ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিশপ্ত স্বামীর নাম সমীর দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সমীর দাস ও তার পরিবারের লোকজন রা গৃহবধূর ওপর দীর্ঘ দিন ধরেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে। এর শেষ পরিণতি হিসেবে গৃহবধূকে হত্যা করা হয়।গৃহবধুকে হত্যার খবর পেয়ে তার বাপের বাড়ির লোকেরা তাদের বাড়িতে আসলে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এব্যাপারে বাপের বাড়ির লোকজন রা সুনির্দিষ মামলা দায়ের করেন।সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযুক্ত অন্যান্যরা পলাতক। তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

চড়িলামে পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়ি বেলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। চরিলাম এলাকায় দুটি গাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। ফলে দুটি গাড়ি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।গতকাল রাত থেকে ভারী বর্ষণের ফলে রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।ধারণা করা হচ্ছে একটি গাড়ি অপর একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাতেই রাস্তার পাশে পড়ে যায় দুটি গাড়ি। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে গাড়িগুলির বিতর থেকে আটকে পড়া যাত্রী এবং চালকদের উদ্ধার করে। তবে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোন খবর নেই। কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন অল্পেতে তারা রক্ষা পেয়েছে।

শুভ লক্ষ্মী পূজা

সেরা শাসিত রাজ্যের তালিকায় মেঘালয় দ্বিতীয়, সিকিম ও ত্রিপুরা প্রথম পাঁচে, বড় রাজ্যের সূচকে অসম পিছনে

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য সেরা শাসিত রাজ্যের সূচকে প্রথম পাঁচে স্থান করে নিয়েছে। ওই সূচকে দ্বিতীয় স্থানে মেঘালয়, চতুর্থ সিকিম এবং ত্রিপুরা পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ওই সূচকে সবচেয়ে অন্তিম রাজ্য মণিপুর। তেমনি, বড় রাজ্যগুলির সূচকে অসমও পেছনের সারিতেই রয়েছে।

সম্প্রতি, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স সেন্টার দেশের সমস্ত রাজ্যগুলিকে নিয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। দেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নিয়ে গবেষণামূলক প্রতিবেদনে সমস্ত রাজ্যের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তাতে গোয়া ছোট রাজ্যগুলির সূচকে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেঘালয় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ।

পাবলিক অ্যাফেয়ার্স সেন্টার-এর গণবিষয়াবলী সূচকে ১১টি রাজ্য রয়েছে। তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেঘালয়কে বাদ দিয়ে চতুর্থ স্থানে সিকিম, পঞ্চম স্থানে ত্রিপুরা, ষষ্ঠ স্থানে অরুণাচল প্রদেশ, সপ্তম স্থানে মিজোরাম, অষ্টম স্থানে নাগাল্যান্ড এবং একাদশ স্থানে রয়েছে মণিপুর। এই সাফল্যের জন্য উচ্ছ্বসিত মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা টুইট করেছেন। টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা শাসিত রাজ্যের সূচকে মেঘালয় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এতে আমি ভীষণ খুশি। তিনি জানান, মেঘালয় গণবিষয়াবলী সূচকে ০.৭৯৭ পয়েন্ট অর্জন করেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে গণবিষয়াবলী সূচকে সিকিম ০.৬০২ পয়েন্ট, ত্রিপুরা ০.১৪৫ পয়েন্ট, অরুণাচল প্রদেশ ০.০৪৮ পয়েন্ট, মিজোরাম -০.০৫৫ পয়েন্ট, নাগাল্যান্ড -০.০১১৬ পয়েন্ট এবং মণিপুর -০.৩৬৩ পয়েন্ট অর্জন করেছে। এদিকে, ১৮টি বড় রাজ্যগুলির সূচকে অসম ১৩ তম স্থানে রয়েছে। অসম -০.০৬৭১ পয়েন্ট অর্জন করেছে।

শ্রীনগরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। শ্রীনগর থানা এলাকার রামগতি পাড়া থেকে লক্ষ্মী পূজার রাতে একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাইকের মালিকের নাম বিমল দেববর্মা। তিনি চাকরিচ্যুত শিক্ষক।লক্ষ্মী পূজা হওয়ায় রাত একটা পর্যন্ত তিনি বাড়িতে সজাগ ছিলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে বাড়ি থেকে বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।শনিবার এ ব্যাপারে শ্রীনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন বাইকের মালিক বিমল দেববর্মা। শ্রীনগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার কিংবা চোরকে পাকড়াও করা সংবাদ নেই। লক্ষ্মী পূজার রাতে বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।বাইক চুরির ঘটনা উপর্যপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।এইসব বাইক চুরি করে পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সীমান্ত পথে পাচার করা হচ্ছে।পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও বাইক চুরির ঘটনা শূন্যের কোটায় আনা কোনভাবে সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

তেলিয়ামুড়ায় প্রচুর পরিমানে বেআইনী কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানরা একটি সন্দেহভাজন গাড়ির পেছনে ধাওয়া করে প্রচুর পরিমাণ কাঠ সহ গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে তেলিয়াপাড়া বনদপ্তরের বনকর্মীরা বন্য হাতি তাড়ানোর লক্ষ্যে টহল দিচ্ছিল। তখন ঐ মুঙ্গিয়াকামি থনা এলাকার উত্তর মহারানী পৌর এলাকায় একটি গাড়ি সন্দেহজনকভাবে যাচ্ছিল। তাতে বনদপ্তরের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানদের মনে সন্দেহ বাদে। তারা গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে।বনদপ্তর এর কর্মীদের গাড়ির ধাওয়া খেয়ে কাঠ পাচারকারী গাড়ির চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। তখন বনদপ্তর এর কর্মীরা গাড়িতে আটক করে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অফিসে নিয়ে আসে।গাড়িসহ কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই কাঠ পাচার চক্র জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রতিদিন এই কাঠ পাচার করা হচ্ছে।ধুলো দিয়ে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তেলিয়ামুড়ায় এসপিও নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর।।- রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসপিও নিয়োগের জন্য তেলিয়ামুড়া মহাকুমার তিনটি ব্লক এলাকা থেকে আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় শনিবার তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে। এদিন সকাল ১০ টা থেকে মুঙ্গিয়া কামি ব্লক, তেলিয়ামুড়া ব্লক এবং কল্যাণপুর ব্লক ওইসব এলাকার ৫২০ জন আবেদনকারীরা চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে আসে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সেনগুপ্ত, তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি সোনা চরণ জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া এসডিপিও বি জগদীশ্বর রেড্ডি সহ আরক্ষা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। তবে ৫২০জন আবেদনকারীর মধ্যে ৫০০জন আবেদনকারী মৌখিক ভাবে পরীক্ষা দেন। বাকি ২০জন আবেদনকারী কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারিনি। এদিকে খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সেনগুপ্ত বলেন আগামী দিন খোয়াইতে অনুষ্ঠিত হবে মৌখিক পরীক্ষা।শনিবার যে ২০জন আবেদনকারী চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারেনি তারা খোয়াইতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

জাতীয় সড়ক সংস্কারে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর।।- জাতীয় সড়কের পুন সংস্কারের কাজে ফের একবার নিম্নমানের সামগ্রী এবং নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠল তেলিয়ামুড়া মহুকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত আঠারমুরা পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকা থেকে। কিছুদিন আগেই ফলাও করে সংবাদ পরিবেশন হয়েছিল গোটা রাজ্যের সংবাদমাধ্যম গুলিতে ওই এলাকার জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কথা যা যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এরপরে সংবাদমাধ্যমের গুঁতো খেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ওই এলাকার রাস্তার বেহাল দশার কাজে হাত দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নিম্নমানের বোল্ডার। যেগুলি শুধুমাত্র নদীর ভাঙ্গন রোধে ব্যবহার করা হয় সেগুলি ওই এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে রেখে কিছু বোল্ডার জাতীয় সড়কের কাজে ব্যবহার করা হয় বলে জানায় এলাকাবাসী। আর বোল্ডার গুলি এত নিম্নমানের যে হাতে ধরলেই ভেঙ্গে যাচ্ছে সেগুলি ব্যবহারের ফলে দুদিন যেতে না যেতেই রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। এভাবে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে। যা এক পাঠা কে চৌদ্দবার বলি দেওয়ার সমান। এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন যে দু নম্বরী কাজের ফলেই বারবার জাতীয় সড়কের ওই জায়গাটি বেহাল দশায় পরিণত হচ্ছে। ক্রমাগত দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। যে বোল্ডারগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে বা রাস্তার পাশে মজুদ রাখা আছে সেগুলি এত নিম্নমানের হচ্ছে বোল্ডারের মধ্যে সবুজ গাছের প্রাণ এর সঞ্চার হচ্ছে। এছাড়াও রাস্তার একপাশ মটেলিং করা হলেও অন্যপাশের শুধুমাত্র মাটি দিয়ে ফিলিং করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করে এলাকাবাসী। বারবার সংবাদমাধ্যমের ফলাও করে সংবাদ পরিবেশন করা হলেও কোন ধরনের ভাল উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। যার খেসারত দিতে হচ্ছে গাড়ি চালক থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারণকেও। বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। বর্তমান শুকা মৌরসুমে যদি রাস্তাগুলির পুনঃসংস্কার ভালোভাবে না হয় আগামী বর্ষার মৌরসুমে বেশ কিছুদিনের জন্য জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নতুন ভাবে নতুন করে জাতীয় সড়ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার আগে যদি বর্তমান জাতীয় সড়কের কোন সংস্কার না হয় তাহলে হয়তো বা বর্তমান জাতীয় সড়কটি অর্থাৎ যেকোনো সময় স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এমনটাই আশঙ্কা বুদ্ধিজীবীদের।

তীব্র ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড তুরস্ক ও গ্রিস, মৃত্যু কমপক্ষে ২৬ জনের

ইস্তানবুল, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল। ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত গ্রিসও। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে তুরস্কের উপকূলবর্তীয় ইজমির শহরে ভেঙে পড়ে প্রচুর বহুতল, ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে গ্রিসেও। কম্পন অনুভূত হয় ইস্তানবুল এবং এথেন্সেও। তুরস্কে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের ও আহত হয়েছেন ৮০৪-রও বেশি মানুষ। গ্রিসে মৃত্যু হয়েছে দু"জন কিশোর-কিশোরীর। ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্পের পর ১৯৬ বার আফটারশক অনুভূত হয়, তার মধ্যে ২৩টি আফটারশক ৪.০ তীব্রতার বেশি ছিল।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেলে ৭.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় এজিয়ান সাগরে। তুরস্কের এজিয়ান উপকূল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মারমারা অঞ্চলে তীব্র ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। তীব্র ভূমিকম্পে সামোসের এজিয়ান আইল্যান্ডে ''মিনি-সুনামি'' আছড়ে পড়ে। ''মিনি-সুনামি''-র পর সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে ইজমির শহরে। তুরস্কের ইজমির শহরেই ভেঙে পড়ে প্রায় ২০টি বহুতল।

ইজমির শহরে বহুতল ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান প্রচুর মানুষ। তুরস্কের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তুরস্কে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। অন্যদিকে গ্রিসের সামোস আইল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে ১৫ ও ১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল ওই দু"জন কিশোর-কিশোরী। একটি বহুতলের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। সামোস দ্বীপপুঞ্জে ভূমিকম্পের প্রভাবে কাঠামো, দেওয়াল, বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আহত হয়েছেন ৮ জন।

লেফুঙ্গায় গাঁজা বাগিচা ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার উজান ফটিক ছড়া এলাকায় প্রায় কুড়ি কানি গাঁজার বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর কমল বিকাশ মজুমদার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে উজান ফটিকছড়া এলাকায় অভিযান চালান।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল ওই এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে প্রায় কুড়ি কানি গাজা বাগান ধ্বংস করে দেন তিনি।বিশাল পরিমাণ গাজা বাগান ধ্বংস করা সম্ভব হলেও গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন বেআইনি ঘোষিত গাঁজা চাষে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এইসব গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে তিনি জানান।বেআইনি ঘোষিত এই গাঁজা চাষ কোন ভাবে করতে দেওয়া হবে না বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।যারা এসব বেআইনি গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা গাজা চাষে মদদ দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। শুধু লেফুঙ্গা থানা এলাকাতেই নয়,বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। বেআইনি ঘোষিত গাঁজা চাষ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।